আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি

বিসিএস | ব্যাংক জব | NTRCA | প্রাইমারি | বিজেএস

চাকরি বাংলা
সরকারি ও বেসরকারি চাকরির প্রস্তুতি

আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি সম্পূর্ণ প্রস্তুতি

বাংলাদেশের সকল সরকারি ও বেসরকারি নিয়োগ পরীক্ষার সম্পূর্ণ আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি প্রস্তুতি

প্রকাশনায়
চাকরি বাংলা

সম্পাদনায়
রায়হান খান

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত © চাকরি বাংলা

প্রকাশনা ও প্রতিষ্ঠান পরিচিতি

চাকরি বাংলা (Chakri Bangla) সম্পর্কে

“চাকরি বাংলা” বাংলাদেশের প্রতিযোগিতামূলক চাকরির পরীক্ষার্থীদের জন্য একটি নির্ভরযোগ্য অনলাইন প্ল্যাটফর্ম, যেখানে বিসিএস, ব্যাংক জব, শিক্ষক নিবন্ধন (NTRCA), প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক, বিজেএস (সহকারী জজ) ও বার কাউন্সিল নিয়োগ পরীক্ষার পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতি, বিষয়ভিত্তিক মডিউল, বিগত সালের প্রশ্ন সমাধান এবং টাইমড মডেল টেস্ট এক জায়গায় প্রদান করা হয়। ২০২৪ সালের ২২ মার্চ প্রতিষ্ঠিত এই প্ল্যাটফর্মের লক্ষ্য মানসম্পন্ন প্রস্তুতিমূলক কনটেন্ট সকলের জন্য উন্মুক্ত ও সহজলভ্য করে তোলা।

কেন চাকরি বাংলা?

- প্রতিটি প্রশ্ন প্রকৃত নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র থেকে সংগৃহীত ও যাচাইকৃত — কোনো অনুমাননির্ভর প্রশ্ন নেই।
- প্রতিটি উত্তরের সাথে বিস্তারিত ও মৌলিক ব্যাখ্যা, যা মুখস্থ নয় বরং ধারণা স্পষ্ট করে।
- বিষয়ভিত্তিক ও টপিকভিত্তিক সুসংগঠিত বিন্যাস, ফলে নির্দিষ্ট টপিক দ্রুত খুঁজে অনুশীলন করা যায়।
- নিয়মিত হালনাগাদ ও অভিজ্ঞ সম্পাদকীয় টিম কর্তৃক মানসম্পন্ন সম্পাদনা।

এই বইটি সম্পর্কে

এই সংকলনে বাংলাদেশের বিভিন্ন সরকারি নিয়োগ পরীক্ষায় (বিসিএস, ব্যাংক জব, শিক্ষক নিবন্ধন, প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক, বিজেএস ও বার কাউন্সিল) আগত আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি বিষয়ের সকল গুরুত্বপূর্ণ টপিকের বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও প্রকৃত পরীক্ষার প্রশ্নসহ একটি পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতি গ্রন্থ প্রদান করা হলো। বিশ্ব ভূগোল ও ইতিহাস থেকে শুরু করে বিশ্বযুদ্ধ, জাতিসংঘ, আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক সংগঠন, আন্তর্জাতিক অর্থনীতি, বিশ্ব রাজনীতি-সংঘাত, আন্তর্জাতিক আইন-পরিবেশ এবং পুরস্কার-ব্যক্তিত্ব-প্রযুক্তি পর্যন্ত প্রতিটি অধ্যায়ে চিত্র ও ইনফোগ্রাফিকসহ সহজবোধ্য ব্যাখ্যা, মনে রাখার কৌশল এবং প্রকৃত পরীক্ষার প্রশ্ন একত্রে উপস্থাপন করা হয়েছে। পরিশিষ্টে প্রতিটি টপিকের সম্পূর্ণ প্রশ্নব্যাংক সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার নাম উল্লেখসহ সংকলিত হয়েছে। সকল ব্যাখ্যা মৌলিক ও চাকরি বাংলার নিজস্ব গবেষণার ফসল।

যোগাযোগ

ওয়েবসাইট:	www.chakribangla.com
ই-মেইল:	info@chakribangla.com
মোবাইল:	+৮৮ ০১৭৩৮ ৯৫০ ৯৯৬
ঠিকানা:	ঢাকা, বাংলাদেশ

মতামত ও পরামর্শ

বইটিতে কোনো ভুল-ত্রুটি চোখে পড়লে অথবা ভবিষ্যৎ সংস্করণের জন্য কোনো পরামর্শ থাকলে আমাদের ই-মেইল বা ফেসবুক পেজে জানানোর অনুরোধ রইলো। পাঠকদের মতামত আমাদের প্রতিটি সংস্করণকে আরও নির্ভুল ও সমৃদ্ধ করে তোলে।

এই বইয়ের সকল প্রশ্ন সংশ্লিষ্ট নিয়োগ পরীক্ষা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত প্রশ্নপত্র থেকে সংগৃহীত; প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর ও ব্যাখ্যা চাকরি বাংলার সম্পাদকীয় টিম কর্তৃক প্রণীত। এই বইয়ের কোনো অংশ প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত পুনরুৎপাদন বা প্রচার করা যাবে না। সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত © চাকরি বাংলা।

সূচিপত্র

1 ভূমিকা ও প্রস্তুতির কৌশল 17

বই পরিচিতি ও প্রস্তুতির কৌশল (How to Use This Book) 18

2 বিশ্ব ভূগোল ও ইতিহাস 22

1 বিশ্ব ভূগোল: মহাদেশ, মহাসাগর ও ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য (World Geography: Continents, Oceans & Physical Features) 23

- 1.1 সাতটি মহাদেশ: এক নজরে পরিচিতি . . . 23
  - 1.1.1 মহাদেশভিত্তিক আয়তন ও জনসংখ্যা তুলনা . . . 24
  - 1.1.2 মহাদেশের সীমানা: কোথায় একটি মহাদেশ শেষ, আরেকটি শুরু . . . 25
  - 1.1.3 প্যানজিয়া: এক অতিমহাদেশের গল্প . . . 25
- 1.2 বিশ্বের পাঁচটি মহাসাগর . . . 25
- 1.3 গুরুত্বপূর্ণ সাগর, উপসাগর ও অন্তর্দেশীয় জলাশয় . . . 27
  - 1.3.1 ভূমধ্যসাগর (Mediterranean Sea) . . . 27
  - 1.3.2 লোহিত সাগর (Red Sea) ও পারস্য উপসাগর (Persian Gulf) . . . 27
  - 1.3.3 কৃষ্ণ সাগর (Black Sea) ও কাস্পিয়ান সাগর (Caspian Sea) . . . 27
  - 1.3.4 ক্যারিবিয়ান সাগর ও বঙ্গোপসাগর . . . 27
  - 1.3.5 অন্যান্য উল্লেখযোগ্য সাগর . . . 28
- 1.4 বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ প্রণালী (Straits) . . . 28
  - 1.4.1 জিব্রাল্টার প্রণালী (Strait of Gibraltar) . . . 28
  - 1.4.2 বেরিং প্রণালী (Bering Strait) . . . 28
  - 1.4.3 মালাক্কা প্রণালী (Strait of Malacca) . . . 28
  - 1.4.4 হরমুজ প্রণালী (Strait of Hormuz) . . . 28
  - 1.4.5 বসফরাস প্রণালী (Bosphorus Strait) . . . 29
  - 1.4.6 ডোভার প্রণালী (Strait of Dover) . . . 29
- 1.5 কৃত্রিম জলপথ: পানামা ও সুয়েজ খাল . . . 29
- 1.6 বিশ্বের প্রধান মরুভূমি . . . 30
  - 1.6.1 অন্যান্য উল্লেখযোগ্য মরুভূমি . . . 30
- 1.7 বিশ্বের প্রধান পর্বতমালা . . . 31
  - 1.7.1 হিমালয় পর্বতমালা . . . 31
  - 1.7.2 আন্দিজ পর্বতমালা . . . 31
  - 1.7.3 অন্যান্য উল্লেখযোগ্য পর্বতমালা . . . 31
- 1.8 বিশ্বের প্রধান নদী . . . 32
  - 1.8.1 অন্যান্য উল্লেখযোগ্য নদী . . . 32
- 1.9 উল্লেখযোগ্য দ্বীপ ও দ্বীপপুঞ্জ . . . 33
- 1.10 টেকটোনিক প্লেট, রিং অব ফায়ার ও ভূমিকম্প-সুনামি . . . 33
- 1.11 বিশ্ব ভূগোলের সেরা তালিকা (Superlatives): একনজরে . . . 34
- 1.12 সংক্ষিপ্ত পুনরালোচনা ও সাধারণ বিভ্রান্তি . . . 34
- 1.13 অনুশীলনী . . . 35

2 বিশ্বের দেশসমূহ: রাজধানী, মুদ্রা ও আইনসভা (World Countries: Capitals, Currencies & Parliaments) 39

- 2.1 দক্ষিণ এশিয়া (সার্কভুক্ত) দেশসমূহ . . . 39
  - 2.1.1 ভারত . . . 40
  - 2.1.2 পাকিস্তান . . . 40
  - 2.1.3 নেপাল ও ভুটান . . . 40
  - 2.1.4 শ্রীলঙ্কা . . . 40

2.1.5 মালদ্বীপ . . . 40
2.1.6 আফগানিস্তান . . . 41
2.2 বিশ্বের প্রধান শক্তিধর দেশসমূহ: রাজধানী, মুদ্রা ও আইনসভা . . . 41
2.2.1 যুক্তরাষ্ট্র (USA) . . . 41
2.2.2 যুক্তরাজ্য (UK) . . . 42
2.2.3 রাশিয়া . . . 42
2.2.4 চীন . . . 42
2.2.5 ফ্রান্স . . . 42
2.2.6 জার্মানি . . . 42
2.2.7 জাপান . . . 42
2.3 মধ্যপ্রাচ্যের গুরুত্বপূর্ণ দেশসমূহ . . . 43
2.3.1 সৌদি আরব . . . 43
2.3.2 সংযুক্ত আরব আমিরাত (UAE) . . . 43
2.3.3 ইরান . . . 43
2.3.4 ইসরায়েল . . . 44
2.4 আফ্রিকা, ইউরোপ ও এশিয়ার অন্যান্য উল্লেখযোগ্য দেশ . . . 44
2.4.1 বেলারুশ . . . 44
2.4.2 নামিবিয়া . . . 44
2.4.3 বেনিন প্রজাতন্ত্র . . . 45
2.4.4 পূর্ব তিমুর . . . 45
2.4.5 কঙ্গো গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র . . . 45
2.4.6 দক্ষিণ কোরিয়া . . . 45
2.4.7 গ্রিনল্যান্ড . . . 45
2.5 যেসব দেশের নাম বদলে গেছে . . . 45
2.6 স্থলবেষ্টিত (Landlocked) দেশসমূহ . . . 46
2.7 আয়তন ও জনসংখ্যায় বিশ্বের সেরা-ক্ষুদ্রতম দেশ . . . 47
2.8 সম্পূর্ণ রেফারেন্স সারণি: গুরুত্বপূর্ণ দেশসমূহ একনজরে . . . 47
2.9 সংক্ষিপ্ত পুনরালোচনা ও সাধারণ বিভ্রান্তি . . . 48
2.10 অনুশীলনী . . . 48

3 প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বিশ্ব ইতিহাস (Ancient & Medieval World History) 52
3.1 মেসোপটেমীয় সভ্যতা (সভ্যতার সূতিকাগার) . . . 53
3.2 প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতা . . . 53
3.3 প্রাচীন গ্রিক সভ্যতা (গণতন্ত্রের জন্মভূমি) . . . 54
3.3.1 এথেন্সের গণতন্ত্র ও এর বিবর্তন . . . 54
3.3.2 দর্শন, বিজ্ঞান ও পুরাণ . . . 55
3.4 রোমান সাম্রাজ্য (উত্থান ও পতন) . . . 55
3.4.1 রোমান প্রজাতন্ত্র থেকে সাম্রাজ্যে রূপান্তর . . . 55
3.4.2 সাম্রাজ্যের বিভাজন ও পতন . . . 56
3.5 অটোমান সাম্রাজ্য . . . 56
3.6 ক্রুসেড (ধর্মযুদ্ধ) . . . 57
3.7 রেনেসাঁ (নবজাগরণ) . . . 57
3.8 শিল্প বিপ্লব (আধুনিক যুগের সেতু) . . . 58
3.9 ফরাসি বিপ্লব (1789) — স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব . . . 59
3.10 সারসংক্ষেপ: এই অধ্যায়ের মূল তথ্য একনজরে . . . 60
3.11 অনুশীলনী . . . 61

3 বিশ্বযুদ্ধ ও স্নায়ুযুদ্ধ 64

4 প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও এর পরিণতি (World War One & Its Aftermath) 65
4.1 যুদ্ধের পটভূমি: জোটব্যবস্থা, জাতীয়তাবাদ ও অস্ত্র প্রতিযোগিতা . . . 65
4.2 সারায়েভোর হত্যাকাণ্ড: যুদ্ধের সূচনা-স্ফুলিঙ্গ . . . 66
4.3 মিত্রশক্তি বনাম কেন্দ্রীয় শক্তি . . . 66
4.4 যুদ্ধের সময়রেখা (1914--1918) ও প্রধান রণাঙ্গন . . . 67
4.5 যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধে যোগদান (1917) . . . 67
4.6 ভার্সাই চুক্তি (1919) ও জার্মানির উপর কঠোর শর্ত . . . 68
4.7 জাতিপুঞ্জ (League of Nations, 1920): বৈশ্বিক নিরাপত্তার প্রথম প্রচেষ্টা . . . 69
4.8 সারসংক্ষেপ: এই অধ্যায়ের মূল তথ্য একনজরে . . . 70

সরকারি ও বেসরকারি চাকরির প্রস্তুতি

4.9 অনুশীলনী . . . 70

5 দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও এর পরিণতি (World War Two & Its Aftermath) 73
5.1 দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমি ও কারণ . . . 73
5.1.1 ভার্সাই চুক্তি ও জার্মানির ক্ষোভ . . . 74
5.1.2 বিশ্বমন্দা ও উগ্রপন্থার উত্থান . . . 74
5.1.3 ফ্যাসিবাদ ও নাৎসিবাদের আদর্শিক ভিত্তি . . . 74
5.2 প্রধান নেতৃত্ব: হিটলার, মুসোলিনি ও জাপানি সামরিকবাদ . . . 74
5.2.1 অ্যাডলফ হিটলার ও নাৎসি জার্মানি . . . 75
5.2.2 মুসোলিনি ও ইতালীয় ফ্যাসিবাদ . . . 75
5.2.3 জাপানের সাম্রাজ্যবাদী সম্প্রসারণ . . . 75
5.3 অক্ষশক্তি বনাম মিত্রশক্তি . . . 76
5.4 যুদ্ধের সূচনা ও ইউরোপে দ্রুত সম্প্রসারণ (1939-1941) . . . 76
5.5 পার্ল হারবার আক্রমণ ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রবেশ (1941) . . . 77
5.6 হলোকাস্ট: নাৎসি গণহত্যার ভয়াবহতা . . . 77
5.7 যুদ্ধের মোড় ঘোরানো লড়াই ও ডি-ডে অবতরণ . . . 78
5.8 ইউরোপে যুদ্ধের সমাপ্তি . . . 78
5.9 হিরোশিমা, নাগাসাকি ও জাপানের আত্মসমর্পণ . . . 78
5.10 যুদ্ধ-পরবর্তী নতুন সীমান্ত ও অমীমাংসিত বিরোধ . . . 79
5.10.1 জার্মানি ও পোল্যান্ডের নতুন সীমান্ত . . . 79
5.10.2 কোরিয়া বিভাজন . . . 79
5.10.3 জাপান-রাশিয়া কুরিল দ্বীপপুঞ্জ বিরোধ . . . 80
5.11 যুদ্ধের প্রযুক্তিগত ও সামাজিক প্রভাব . . . 80
5.12 যুদ্ধের ধ্বংসস্তূপ থেকে জাতিসংঘের জন্ম . . . 80
5.13 অনুশীলনী . . . 81

6 স্নায়ুযুদ্ধ যুগ ও পরবর্তী বিশ্বব্যবস্থা (Cold War Era & Post-Cold War Order) 85
6.1 স্নায়ুযুদ্ধের সংজ্ঞা ও সূচনা . . . 85
6.1.1 পুঁজিবাদ বনাম সাম্যবাদ: আদর্শিক দ্বন্দ্ব . . . 86
6.1.2 ট্রুম্যান নীতি ও মার্শাল পরিকল্পনা . . . 86
6.2 সামরিক জোট: ন্যাটো বনাম ওয়ারশ' জোট . . . 86
6.3 বার্লিন: বিভক্ত জার্মানির প্রতীক . . . 87
6.3.1 বার্লিন প্রাচীর নির্মাণ (1961) . . . 88
6.3.2 বার্লিন প্রাচীরের পতন ও জার্মানির পুনরেকত্রীকরণ (1989-1990) . . . 88
6.4 কিউবার ক্ষেপণাস্ত্র সংকট (1962) . . . 89
6.5 প্রক্সি যুদ্ধ: সরাসরি সংঘাত ছাড়াই যুদ্ধ . . . 89
6.5.1 কোরীয় যুদ্ধ (1950-1953) . . . 89
6.5.2 ভিয়েতনাম যুদ্ধ . . . 90
6.6 মহাকাশ প্রতিযোগিতা: প্রযুক্তিগত স্নায়ুযুদ্ধ . . . 90
6.7 উত্তেজনা প্রশমন ও পুনরায় উত্তেজনা . . . 90
6.8 গর্বাচেভের সংস্কার: গ্লাসনস্ত ও পেরেস্ত্রোইকা . . . 90
6.9 সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন ও স্নায়ুযুদ্ধের সমাপ্তি . . . 91
6.10 স্নায়ুযুদ্ধ-পরবর্তী বিশ্বব্যবস্থা . . . 92
6.11 অনুশীলনী . . . 93

4 জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক বিচার ব্যবস্থা 95

7 জাতিসংঘ: কাঠামো ও অঙ্গসংগঠন (United Nations: Structure & Organs) 96
7.1 জাতিসংঘের জন্মকথা: লিগ অব নেশনস থেকে জাতিসংঘ . . . 97
7.2 জাতিসংঘের ছয়টি মূল অঙ্গ: একনজরে কাঠামো . . . 98
7.3 সাধারণ পরিষদ (General Assembly) . . . 99
7.3.1 সাধারণ পরিষদে বাংলাদেশ . . . 99
7.4 নিরাপত্তা পরিষদ (Security Council): গঠন ও ভেটো ক্ষমতা . . . 99
7.4.1 স্থায়ী সদস্য (P5) ও ভেটো ক্ষমতা . . . 100
7.4.2 অস্থায়ী সদস্য (Non-permanent Members) . . . 100
7.5 অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ (ECOSOC) . . . 101
7.6 অছি পরিষদ (Trusteeship Council): এখন কেন নিষ্ক্রিয় . . . 102
7.7 আন্তর্জাতিক বিচার আদালত (ICJ): সংক্ষিপ্ত পরিচিতি . . . 102

চাকরি বাংলা
সরকারি ও বেসরকারি চাকরির প্রস্তুতি

7.8 সচিবালয় ও মহাসচিব (Secretariat & Secretary-General) . . . 102
7.9 সদস্য সংখ্যার বৃদ্ধি: 51 থেকে 193 . . . 104
7.10 জাতিসংঘের দাপ্তরিক ভাষা . . . 104
7.11 জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন (UN Peacekeeping) ও বাংলাদেশ . . . 105
7.12 অধ্যায় সারসংক্ষেপ . . . 105
7.13 অনুশীলনী . . . 106

8 জাতিসংঘের বিশেষায়িত সংস্থা ও কর্মসূচি (UN Specialized Agencies & Programmes) 110
8.1 বিশেষায়িত সংস্থা বনাম কর্মসূচি/তহবিল: পার্থক্য বুঝে নেওয়া . . . 111
8.2 ইউনেস্কো (UNESCO): শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি . . . 111
8.3 ইউনিসেফ (UNICEF): শিশু অধিকার ও কল্যাণ . . . 112
8.4 বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO): স্বাস্থ্যক্ষেত্রের প্রধান কণ্ঠস্বর . . . 113
8.5 আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO) . . . 113
8.6 খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO) . . . 113
8.7 জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (UNDP) . . . 114
8.8 জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল (UNFPA) . . . 114
8.9 জাতিসংঘ বাণিজ্য ও উন্নয়ন সম্মেলন (UNCTAD) . . . 114
8.10 বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা (WMO) . . . 114
8.11 আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থা (IAEA): সংক্ষিপ্ত পরিচিতি . . . 115
8.12 অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিশেষায়িত সংস্থা . . . 115
8.13 সম্পূর্ণ তুলনামূলক সারণি: সদর দপ্তর, প্রতিষ্ঠাকাল ও মূল কার্যক্রম . . . 115
8.14 অধ্যায় সারসংক্ষেপ . . . 116
8.15 অনুশীলনী . . . 117

9 আন্তর্জাতিক আদালত ও আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (International Court of Justice & International Criminal Court) 121
9.1 আন্তর্জাতিক বিচার আদালতের পরিচিতি ও প্রতিষ্ঠার ইতিহাস . . . 121
9.1.1 গঠন ও বিচারক নির্বাচন পদ্ধতি . . . 122
9.1.2 এখতিয়ার: বিরোধ মীমাংসা বনাম পরামর্শমূলক মতামত . . . 122
9.2 আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের পরিচিতি ও রোম সংবিধি . . . 123
9.2.1 এখতিয়ার ও পরিপূরকতার নীতি (Complementarity) . . . 124
9.2.2 চারটি মৌলিক অপরাধ . . . 124
9.2.3 সীমাবদ্ধতা ও বিতর্ক . . . 125
9.3 ICJ ও ICC-র মধ্যে পার্থক্য . . . 125
9.4 ITLOS ও বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা মামলা . . . 126
9.5 সারসংক্ষেপ: চারটি প্রতিষ্ঠান একনজরে . . . 127
9.6 অনুশীলনী . . . 128

5 আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক সংগঠন 131

10 সার্ক (SAARC) 132
10.1 সার্কের প্রতিষ্ঠা ও পটভূমি . . . 132
10.1.1 সদস্য রাষ্ট্র সমূহ . . . 133
10.2 সাংগঠনিক কাঠামো: সচিবালয় ও মহাসচিব . . . 133
10.3 সার্ক শীর্ষ সম্মেলন (SAARC Summit) . . . 134
10.3.1 সার্ক শীর্ষ সম্মেলন কেন সাম্প্রতিক বছরগুলোতে স্থবির . . . 135
10.4 সাফটা (SAFTA) ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা . . . 135
10.5 প্রতীক ও স্বীকৃতি . . . 136
10.6 বাংলাদেশের জন্য সার্কের তাৎপর্য . . . 136
10.7 সারসংক্ষেপ: সার্কের সময়রেখা ও দ্রুত তথ্য . . . 136
10.8 অনুশীলনী . . . 137

11 আসিয়ান (ASEAN) 140
11.1 আসিয়ানের প্রতিষ্ঠা ও ব্যাংকক ঘোষণা . . . 140
11.2 সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির ধারাবাহিকতা: পাঁচ থেকে দশ . . . 141
11.3 আসিয়ান পদ্ধতি (The ASEAN Way) . . . 142
11.4 আসিয়ান শীর্ষ সম্মেলন ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো . . . 143
11.5 আসিয়ান মুক্তবাণিজ্য এলাকা (AFTA) ও অর্থনৈতিক সংহতি . . . 143

সরকারি ও বেসরকারি চাকরির প্রস্তুতি

11.6 আসিয়ান+3 ও বৃহত্তর আঞ্চলিক সংলাপ . . . 144
11.7 বৈশ্বিক অর্থনীতিতে আসিয়ানের গুরুত্ব . . . 144
11.8 সারসংক্ষেপ: আসিয়ান একনজরে . . . 145
11.9 অনুশীলনী . . . 145

12 ইউরোপীয় ইউনিয়ন (European Union) 148
12.1 ইউরোপীয় ইউনিয়নের সূচনা: যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউরোপ থেকে সংহতির পথে . . . 148
12.2 বর্তমান সদস্যপদ: 27টি রাষ্ট্র ও সম্প্রসারণের ঢেউ . . . 150
12.3 ইউরোপীয় ইউনিয়নের চারটি মূল প্রতিষ্ঠান . . . 150
12.4 ইউরো মুদ্রা ও ইউরোজোন . . . 152
12.5 শেনজেন এলাকা: ইইউ সদস্যপদের সাথে অভিন্ন নয় . . . 152
12.6 ব্রেক্সিট: যুক্তরাজ্যের ইইউ ত্যাগ . . . 153
12.7 সারসংক্ষেপ: ইউরোপীয় ইউনিয়ন একনজরে . . . 154
12.8 অনুশীলনী . . . 154

13 ন্যাটো (NATO) 157
13.1 ন্যাটোর জন্মের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট . . . 157
13.2 উত্তর আটলান্টিক চুক্তি ও ন্যাটোর প্রতিষ্ঠা . . . 158
13.2.1 প্রতিষ্ঠাতা 12টি সদস্য রাষ্ট্র . . . 158
13.3 অনুচ্ছেদ 5: ন্যাটোর মূল ভিত্তি . . . 159
13.4 ন্যাটোর সাংগঠনিক কাঠামো . . . 159
13.5 স্নায়ুযুদ্ধের প্রতিপক্ষ: ওয়ারশ চুক্তি . . . 160
13.6 স্নায়ুযুদ্ধ-পরবর্তী পূর্বমুখী সম্প্রসারণ . . . 160
13.6.1 সম্প্রসারণের গুরুত্বপূর্ণ ধাপসমূহ . . . 161
13.7 রাশিয়া-ন্যাটো উত্তেজনার মূল কারণ . . . 161
13.8 ন্যাটো নিরস্ত্রীকরণ সংস্থা নয় . . . 162
13.9 সারসংক্ষেপ: ন্যাটো বনাম ওয়ারশ চুক্তি . . . 162
13.10 অনুশীলনী . . . 163

14 ইসলামী সহযোগিতা সংস্থা (OIC) 166
14.1 ওআইসির জন্মের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট: আল-আকসা মসজিদে অগ্নিসংযোগ . . . 166
14.2 প্রতিষ্ঠা ও সদর দপ্তর . . . 166
14.3 2011 সালের নামকরণ পরিবর্তন . . . 167
14.4 উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম . . . 167
14.5 সাংগঠনিক কাঠামো . . . 168
14.6 সদস্য সংখ্যা: বৈচিত্র্যময় মুসলিম বিশ্বের প্রতিনিধিত্ব . . . 168
14.7 ওআইসি বনাম অন্যান্য আঞ্চলিক সংস্থা: পার্থক্য স্পষ্ট করা . . . 168
14.8 আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ওআইসির উল্লেখযোগ্য ভূমিকা: রোহিঙ্গা মামলা . . . 169
14.9 বাংলাদেশ ও ওআইসি . . . 169
14.10 সারসংক্ষেপ: দ্রুত তথ্য একনজরে . . . 170
14.11 অনুশীলনী . . . 170

15 কমনওয়েলথ জোট (Commonwealth of Nations) 173
15.1 কমনওয়েলথের ঐতিহাসিক উৎপত্তি ও বিবর্তন . . . 173
15.1.1 1926 সালের বেলফোর ঘোষণা: সমমর্যাদার প্রথম স্বীকৃতি . . . 173
15.1.2 1931 সালের ওয়েস্টমিনস্টার সনদ: আইনি ভিত্তি . . . 174
15.1.3 1949 সালের লন্ডন ঘোষণা: প্রজাতন্ত্রের জন্য দরজা উন্মুক্ত . . . 174
15.2 বর্তমান সদস্যপদ ও সাংগঠনিক বিস্তৃতি . . . 175
15.2.1 ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সম্পর্কবিহীন সদস্য: একটি চমকপ্রদ ব্যতিক্রম . . . 175
15.2.2 সদস্যপদ স্থগিতকরণ ও প্রত্যাহারের ঘটনাবলি . . . 176
15.3 ব্রিটিশ রাজতন্ত্র ও "কমনওয়েলথের প্রধান" পদ . . . 176
15.4 কমনওয়েলথ সচিবালয় ও মহাসচিব . . . 177
15.4.1 কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারি অ্যাসোসিয়েশন (CPA) . . . 177
15.5 কমনওয়েলথ গেমস . . . 177
15.6 কমনওয়েলথ দিবস ও প্রতীক . . . 178
15.7 সারসংক্ষেপ: গুরুত্বপূর্ণ তথ্য একনজরে . . . 178
15.8 অনুশীলনী . . . 179

চাকরি বাংলা
সরকারি ও বেসরকারি চাকরির প্রস্তুতি

16 জি-7, জি-20 ও ব্রিকস (G7, G20 & BRICS) 182
16.1 জি-7 (G7): শিল্পোন্নত রাষ্ট্রগুলোর অনানুষ্ঠানিক ফোরাম . . . 182
16.1.1 জি-7-এর উৎপত্তি: 1975 সালের রম্বুইয়ে সম্মেলন . . . 182
16.1.2 জি-8 পর্ব (1998–2014): রাশিয়ার অন্তর্ভুক্তি ও পরবর্তী বহিষ্কার . . . 183
16.2 জি-20 (G20): বিস্তৃততর বৈশ্বিক অর্থনৈতিক ফোরাম . . . 183
16.2.1 প্রতিষ্ঠা ও ক্রমবিকাশ: অর্থমন্ত্রী পর্যায় থেকে রাষ্ট্রপ্রধান পর্যায়ে . . . 184
16.3 ব্রিকস (BRICS): বিনিয়োগ পরিভাষা থেকে রাজনৈতিক জোটে রূপান্তর . . . 184
16.3.1 ”BRIC” পরিভাষার জন্ম: একটি বিনিয়োগ ধারণা . . . 185
16.3.2 রাজনৈতিক জোটে রূপান্তর: 2009 সালের প্রথম শীর্ষ সম্মেলন . . . 185
16.3.3 2024 সালের সম্প্রসারণ: ”ব্রিকস প্লাস” যুগের সূচনা . . . 185
16.4 তুলনামূলক টেবিল: জি-7 বনাম জি-20 বনাম ব্রিকস . . . 186
16.5 অনুশীলনী . . . 187

6 আন্তর্জাতিক অর্থনীতি ও বাণিজ্য 189

17 বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য (WTO & International Trade) 190
17.1 দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী বাণিজ্য শৃঙ্খলা ও গ্যাটের জন্ম . . . 190
17.1.1 প্রেক্ষাপট: তিনটি প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন হলো দুটির . . . 190
17.1.2 গ্যাট (GATT) প্রতিষ্ঠা . . . 191
17.2 গ্যাটের বাণিজ্য রাউন্ড ও উরুগুয়ে রাউন্ড . . . 191
17.2.1 বাণিজ্য রাউন্ডের ধারণা . . . 191
17.2.2 উরুগুয়ে রাউন্ড (Uruguay Round) . . . 192
17.2.3 মারাকেশ চুক্তি ও WTO-এর প্রতিষ্ঠা . . . 192
17.3 WTO-এর প্রতিষ্ঠা ও প্রাতিষ্ঠানিক পরিচিতি . . . 192
17.3.1 মূল তথ্য . . . 193
17.3.2 সদস্য সংখ্যা . . . 193
17.3.3 নেতৃত্ব: মহাপরিচালক (Director-General) . . . 193
17.4 WTO-এর মূলনীতি . . . 193
17.4.1 সর্বাধিক অনুকূল দেশ নীতি (Most-Favoured-Nation Treatment – MFN) . . . 194
17.4.2 জাতীয় আচরণ নীতি (National Treatment) . . . 194
17.4.3 অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ নীতি . . . 194
17.5 WTO-এর প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো . . . 194
17.5.1 সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্তরবিন্যাস . . . 195
17.5.2 অন্যান্য বাণিজ্য-সংক্রান্ত জাতিসংঘ সংস্থার সাথে পার্থক্য . . . 195
17.6 WTO-এর বিরোধ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা (Dispute Settlement Mechanism) . . . 195
17.7 মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (Free Trade Agreement – FTA) . . . 196
17.7.1 ধারণা . . . 196
17.7.2 FTA, কাস্টমস ইউনিয়ন ও কমন মার্কেট . . . 196
17.7.3 বিশ্বের বৃহত্তম মুক্ত বাণিজ্য জোট: RCEP . . . 196
17.8 বাংলাদেশ ও WTO . . . 197
17.8.1 প্রতিষ্ঠাতা সদস্যপদ . . . 197
17.8.2 স্বল্পোন্নত দেশ (LDC) হিসেবে বাণিজ্য সুবিধা . . . 197
17.9 অনুশীলনী . . . 197

18 আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল ও বিশ্বব্যাংক (IMF & World Bank) 200
18.1 দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী প্রেক্ষাপট ও ব্রেটন উডস সম্মেলন . . . 200
18.1.1 কেন নতুন আন্তর্জাতিক আর্থিক ব্যবস্থার প্রয়োজন হলো . . . 200
18.1.2 ব্রেটন উডস সম্মেলন (Bretton Woods Conference, 1944) . . . 201
18.2 আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF): প্রতিষ্ঠা ও কার্যক্রম . . . 202
18.2.1 প্রতিষ্ঠা থেকে কার্যক্রম শুরু . . . 202
18.2.2 সদর দপ্তর ও সদস্য সংখ্যা . . . 202
18.2.3 IMF-এর প্রধান কাজ . . . 202
18.2.4 কোটা ব্যবস্থা ও ভোটাধিকার . . . 203
18.3 বিশেষ উত্তোলন অধিকার (Special Drawing Rights – SDR): "কাগুজে স্বর্ণ" . . . 203
18.4 বিশ্বব্যাংক (World Bank): জন্ম ও রূপান্তর . . . 203
18.4.1 IBRD থেকে ”বিশ্বব্যাংক” পরিচিতি . . . 203
18.4.2 সদর দপ্তর, সদস্য ও নেতৃত্ব . . . 204
18.5 বিশ্বব্যাংক গ্রুপ: পাঁচটি অঙ্গপ্রতিষ্ঠান . . . 204

সরকারি বাংলা
সরকারি ও বেসরকারি চাকরির প্রস্তুতি

18.6 বিশ্বব্যাংকের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ও প্রকাশনা . . . 205
18.6.1 ফ্ল্যাগশিপ প্রকাশনা . . . 205
18.6.2 দেশের আয়ভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ . . . 205
18.6.3 মধ্যস্থতা ও সমন্বয়ের ভূমিকা . . . 205
18.7 IMF ও বিশ্বব্যাংক পাশাপাশি তুলনা . . . 205
18.8 বাংলাদেশ, IMF ও বিশ্বব্যাংক . . . 206
18.9 অনুশীলনী . . . 207

19 বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সূচক ও উন্নয়ন (Global Economic Indicators & Development) 210
19.1 মানব উন্নয়ন সূচক (Human Development Index --- HDI) . . . 210
19.1.1 HDI-এর তিনটি মূল মাত্রা . . . 211
19.1.2 HDI-এর শ্রেণিবিভাগ . . . 211
19.2 মোট দেশজ উৎপাদন (GDP), মোট জাতীয় উৎপাদন (GNP) ও মোট জাতীয় আয় (GNI) . . . 212
19.2.1 মোট দেশজ উৎপাদন (Gross Domestic Product — GDP) . . . 212
19.2.2 মোট জাতীয় উৎপাদন (Gross National Product — GNP) ও মোট জাতীয় আয় (Gross National Income — GNI) . . . 212
19.3 সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (Millennium Development Goals --- MDG) . . . 213
19.4 MDG থেকে SDG-তে উত্তরণ: কেন এই পরিবর্তন প্রয়োজন হলো . . . 213
19.5 টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (Sustainable Development Goals --- SDG) . . . 214
19.6 বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরাম (World Economic Forum --- WEF) . . . 216
19.7 আঞ্চলিক উন্নয়ন ব্যাংক . . . 216
19.7.1 এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (Asian Development Bank — ADB) . . . 216
19.7.2 আফ্রিকান উন্নয়ন ব্যাংক (African Development Bank — AfDB) . . . 217
19.7.3 ইউরোপীয় পুনর্গঠন ও উন্নয়ন ব্যাংক (European Bank for Reconstruction and Development — EBRD) . . . 217
19.8 বৈশ্বিক ক্ষুধা সূচক (Global Hunger Index --- GHI) . . . 218
19.9 দারিদ্র্যসীমার ধারণা . . . 219
19.9.1 চরম দারিদ্র্যসীমা ও আন্তর্জাতিক দারিদ্র্যসীমা . . . 219
19.9.2 জাতীয় দারিদ্র্যসীমা . . . 219
19.9.3 আপেক্ষিক দারিদ্র্য ও বহুমাত্রিক দারিদ্র্য সূচক (MPI) . . . 219
19.10 সারসংক্ষেপ: এই অধ্যায়ের মূল বিষয়গুলো একনজরে . . . 220
19.11 অনুশীলনী . . . 220

7 বিশ্ব রাজনীতি, সংঘাত ও নিরাপত্তা 223

20 মধ্যপ্রাচ্য বিষয়াবলি (Middle East Affairs) 224
20.1 ঐতিহাসিক পটভূমি: অটোমান শাসন থেকে ব্রিটিশ ম্যান্ডেট পর্যন্ত . . . 224
20.2 জাতিসংঘের বিভাজন পরিকল্পনা ও ইসরাইলের প্রতিষ্ঠা (1947--48) . . . 225
20.3 পরবর্তী আরব-ইসরাইল যুদ্ধসমূহ . . . 225
20.4 গাজা উপত্যকা, পশ্চিম তীর ও দুই-রাষ্ট্র সমাধান . . . 226
20.5 জেরুজালেমের বিতর্কিত মর্যাদা . . . 226
20.6 সাম্প্রতিক গাজা সংকট ও আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া . . . 227
20.7 আরব লীগ (League of Arab States) . . . 227
20.8 ওপেক (Organization of the Petroleum Exporting Countries --- OPEC) . . . 228
20.9 সুয়েজ খাল: মিশরের কৌশলগত জলপথ . . . 228
20.10 সৌদি আরব . . . 229
20.11 ইরান . . . 229
20.12 ইরাক . . . 230
20.13 সিরিয়া . . . 230
20.14 ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি (1978) . . . 230
20.15 আব্রাহাম চুক্তি (Abraham Accords, 2020) . . . 231
20.16 লোহিত সাগরে সাম্প্রতিক নিরাপত্তা সংকট . . . 231
20.17 সারসংক্ষেপ: এই অধ্যায়ের মূল বিষয়গুলো একনজরে . . . 232
20.18 অনুশীলনী . . . 232

21 সন্ত্রাসবাদ ও আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা (Terrorism & International Security) 236
21.1 সন্ত্রাসবাদ কী: সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য ও রূপভেদ . . . 236
21.2 9/11 হামলা: বৈশ্বিক নিরাপত্তা নীতির টার্নিং পয়েন্ট . . . 237

চাকরি বাংলা
সরকারি ও বেসরকারি চাকরির প্রস্তুতি

21.3 আল-কায়েদা ও ওসামা বিন লাদেন . . . 238
21.4 ইসলামিক স্টেট (ISIS): উত্থান ও ভূখণ্ডগত পতন . . . 238
21.5 আফগানিস্তানে তালেবান: ইতিহাস, পতন ও প্রত্যাবর্তন . . . 239
21.5.1 তালেবানের উত্থান ও প্রথম শাসনামল (1996-2001) . . . 239
21.5.2 2001-এর পতন ও দীর্ঘ যুদ্ধ (2001-2021) . . . 239
21.5.3 2021-এ ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তন . . . 240
21.6 যুক্তরাষ্ট্রের 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ' (War on Terror) . . . 240
21.7 আন্তর্জাতিক সন্ত্রাস দমন সহযোগিতার কাঠামো . . . 241
21.8 অনুশীলনী . . . 242

22 পারমাণবিক অস্ত্র ও নিরস্ত্রীকরণ (Nuclear Weapons & Disarmament) 244
22.1 পারমাণবিক অস্ত্রের সূচনা ও এর ভয়াবহতা . . . 244
22.2 পারমাণবিক অস্ত্র বিস্তার রোধ চুক্তি (NPT) . . . 245
22.3 আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থা (IAEA) . . . 245
22.4 'পারমাণবিক ক্লাব': কার হাতে পারমাণবিক অস্ত্র . . . 246
22.4.1 NPT-স্বীকৃত পাঁচ পারমাণবিক শক্তিধর রাষ্ট্র . . . 246
22.4.2 NPT-বহির্ভূত পারমাণবিক শক্তিধর রাষ্ট্র . . . 247
22.5 নিরস্ত্রীকরণ চুক্তি: START ও নিউ START . . . 247
22.6 ব্যাপক পারমাণবিক পরীক্ষা নিষিদ্ধকরণ চুক্তি (CTBT) . . . 248
22.7 পারমাণবিক প্রতিরোধ তত্ত্ব (Nuclear Deterrence) সংক্ষেপে . . . 248
22.8 অনুশীলনী . . . 249

23 শরণার্থী সংকট ও মানবিক বিষয়াবলি (Refugee Crisis & Humanitarian Affairs) 251
23.1 "শরণার্থী" শব্দের অর্থ ও 1951 সালের জাতিসংঘ শরণার্থী কনভেনশন . . . 251
23.1.1 1967 সালের প্রোটোকল: ভৌগোলিক ও সময়গত সীমাবদ্ধতা অপসারণ . . . 252
23.1.2 মৌলিক নীতি: নন-রিফুলমেন্ট (Non-refoulement) . . . 252
23.1.3 শরণার্থী, আশ্রয়প্রার্থী ও অভিবাসী: পার্থক্য স্পষ্ট করা . . . 253
23.2 UNHCR-এর গঠন, কার্যক্রম ও নোবেল শান্তি পুরস্কার . . . 253
23.3 বিশ্ব শরণার্থী দিবস: 20 জুন . . . 254
23.4 বিশ্বের প্রধান শরণার্থী সংকটসমূহ . . . 254
23.4.1 সিরীয় শরণার্থী সংকট: সাম্প্রতিক ইতিহাসের বৃহত্তম . . . 255
23.4.2 রোহিঙ্গা শরণার্থী সংকট: আন্তর্জাতিক প্রাতিষ্ঠানিক দৃষ্টিকোণ . . . 255
23.4.3 আফগান শরণার্থী: কয়েক দশকের দীর্ঘস্থায়ী সংকট . . . 255
23.4.4 ইউক্রেনীয় শরণার্থী: দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী ইউরোপের বৃহত্তম বাস্তুচ্যুতি . . . 256
23.5 শরণার্থী ও IDP-র মধ্যে আইনি পার্থক্য . . . 256

24 সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক সংঘাত ও সংকট (Recent International Conflicts & Crises) 260
24.1 রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ: পটভূমি থেকে পূর্ণমাত্রার আগ্রাসন . . . 261
24.1.1 পটভূমি: সোভিয়েত পতন থেকে ইউরোমাইদান . . . 261
24.1.2 ক্রিমিয়া দখল ও দোনবাস সংঘাত: 2014 . . . 261
24.1.3 2022 সালের পূর্ণমাত্রার আগ্রাসন . . . 261
24.2 ইসরায়েল-হামাস/গাজা সংঘাত . . . 262
24.2.1 পটভূমি . . . 262
24.2.2 2023 সালের সংঘাত ও মানবিক সংকট . . . 262
24.3 সিরীয় গৃহযুদ্ধ: সূচনা থেকে আসাদ সরকারের পতন . . . 263
24.3.1 সূচনা: 2011 সালের আরব বসন্ত . . . 263
24.3.2 প্রধান পক্ষসমূহ . . . 263
24.3.3 আসাদ সরকারের পতন: ডিসেম্বর 2024 . . . 264
24.4 ইয়েমেন গৃহযুদ্ধ . . . 264
24.5 আজারবাইজান-আর্মেনিয়া: নাগর্নো-কারাবাখ সংঘাত . . . 265
24.6 আফ্রিকার সাহেল অঞ্চলে সামরিক অভ্যুত্থানের ধারাবাহিকতা . . . 265

8 আন্তর্জাতিক আইন, পরিবেশ ও মানবিক সংস্থা 269

25 আন্তর্জাতিক আইন ও মানবাধিকার (International Law & Human Rights) 270
25.1 আন্তর্জাতিক আইন কী এবং কীভাবে এটি কাজ করে . . . 270
25.1.1 আন্তর্জাতিক আইনের প্রধান উৎসসমূহ . . . 271

চাকরি বাংলা
সরকারি ও বেসরকারি চাকরির প্রস্তুতি

25.1.2 আন্তর্জাতিক আইন কীভাবে কার্যকর হয়: রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের সাথে সম্পর্ক . . . 271
25.2 আন্তর্জাতিক আইন বনাম আন্তর্জাতিক মানবিক আইন: মৌলিক পার্থক্য . . . 272
25.3 বিশ্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্র (Universal Declaration of Human Rights) . . . 272
25.3.1 প্রেক্ষাপট ও গ্রহণের ইতিহাস . . . 272
25.3.2 মূল বিষয়বস্তু ও গুরুত্ব . . . 273
25.4 মানবাধিকার সংক্রান্ত দুটি মূল আন্তর্জাতিক সনদ: ICCPR ও ICESCR . . . 273
25.4.1 ICCPR: নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সনদ . . . 274
25.4.2 ICESCR: অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সনদ . . . 274
25.5 যুদ্ধকালীন মানবিক আচরণ: চারটি জেনেভা কনভেনশন (1949) . . . 274
25.5.1 ইতিহাস ও পটভূমি: হেনরি ডুনান্ট ও সলফেরিনোর যুদ্ধ . . . 274
25.5.2 চারটি কনভেনশনের বিষয়বস্তু . . . 275
25.6 আন্তর্জাতিক আইন প্রয়োগের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো: সংক্ষিপ্ত পরিচিতি . . . 276

26 জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশগত চুক্তি (Climate Change & Environmental Agreements) 279
26.1 জলবায়ু পরিবর্তন কী এবং কেন আন্তর্জাতিক চুক্তি প্রয়োজন . . . 279
26.1.1 গ্রিনহাউস প্রভাব ও বৈশ্বিক উষ্ণায়ন . . . 279
26.1.2 মূল গ্রিনহাউস গ্যাসসমূহ . . . 280
26.1.3 কেন বৈশ্বিক সহযোগিতা ও আন্তর্জাতিক চুক্তি প্রয়োজন . . . 280
26.2 বৈশ্বিক জলবায়ু আলোচনার সূচনা: জাতিসংঘ জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন (UNFCCC) 280
26.2.1 রিও আর্থ সামিট, 1992 . . . 281
26.2.2 UNFCCC-এর মূল কাঠামো ও উদ্দেশ্য . . . 281
26.3 কিয়োটো প্রোটোকল (Kyoto Protocol, 1997) . . . 281
26.3.1 মূল বৈশিষ্ট্য: "সাধারণ কিন্তু ভিন্নতর দায়বদ্ধতা" . . . 282
26.4 প্যারিস চুক্তি (Paris Agreement, 2015) . . . 282
26.4.1 প্যারিস চুক্তি: ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট . . . 283
26.4.2 মূল লক্ষ্যমাত্রা: তাপমাত্রা সীমাবদ্ধ রাখার অঙ্গীকার . . . 283
26.4.3 জাতীয়ভাবে নির্ধারিত অবদান (NDC): কিয়োটোর থেকে ভিন্ন পদ্ধতি . . . 283
26.5 বার্ষিক কপ (COP) সম্মেলন: একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া . . . 284
26.6 ওজোন স্তর সুরক্ষা: মন্ট্রিল প্রোটোকল -- একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয় . . . 285
26.6.1 ওজোন স্তর ক্ষয় সমস্যা ও ভিয়েনা কনভেনশন . . . 285
26.6.2 মন্ট্রিল প্রোটোকল: বিস্তারিত . . . 285
26.7 অন্যান্য সংশ্লিষ্ট পরিবেশগত চুক্তি: জীববৈচিত্র্য কনভেনশন ও কার্টাগেনা প্রোটোকল . . . 286
26.7.1 জীববৈচিত্র্য কনভেনশন (Convention on Biological Diversity, CBD) . . . 287
26.7.2 কার্টাগেনা প্রোটোকল অন বায়োসেফটি . . . 287
26.8 বিশ্ব ধরিত্রী দিবস (Earth Day) . . . 288
26.8.1 উৎপত্তির ইতিহাস: একটি তেল-নিঃসরণ বিপর্যয়ের প্রভাব . . . 288
26.9 বাংলাদেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন: সংক্ষিপ্ত প্রেক্ষাপট . . . 288

27 আন্তর্জাতিক মানবিক ও ত্রাণ সংস্থা (International Humanitarian & Relief Organizations) 291
27.1 আন্তর্জাতিক রেড ক্রস কমিটি (International Committee of the Red Cross — ICRC) . . . 291
27.1.1 প্রতিষ্ঠার পটভূমি: সলফেরিনোর যুদ্ধ ও হেনরি ডুনান্ট . . . 292
27.1.2 প্রতিষ্ঠা, জেনেভা কনভেনশন ও সাংগঠনিক কাঠামো . . . 292
27.1.3 রেড ক্রস বনাম রেড ক্রিসেন্ট — প্রতীকের পার্থক্য কেন . . . 292
27.1.4 নোবেল শান্তি পুরস্কার — সর্বোচ্চ স্বীকৃতি . . . 293
27.2 মানবাধিকার নজরদারি সংস্থা . . . 293
27.2.1 অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল (Amnesty International) . . . 294
27.2.2 হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (Human Rights Watch — HRW) . . . 294
27.3 চিকিৎসা মানবিক সহায়তা ও দারিদ্র্য-বিরোধী সংস্থা . . . 294
27.3.1 মেডিসিন্স স্যাঁ ফ্রন্টিয়ার্স / ডক্টরস উইদাউট বর্ডারস (MSF) . . . 295
27.3.2 অক্সফাম (Oxfam) . . . 295
27.4 পরিবেশ সংস্থা: গ্রিনপিস (Greenpeace) . . . 296
27.5 তুলনামূলক সারসংক্ষেপ . . . 296
27.6 অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ . . . 297
27.7 অনুশীলনী . . . 297

9 পুরস্কার, দিবস, ব্যক্তিত্ব ও প্রযুক্তি 300

28 নোবেল পুরস্কার (Nobel Prize) 301

28.1 আলফ্রেড নোবেল ও পুরস্কারের সূচনা . . . 301
28.1.1 আলফ্রেড নোবেল: উদ্ভাবক থেকে মানবহিতৈষী . . . 301
28.1.2 উইল ও পুরস্কার প্রতিষ্ঠা . . . 302
28.2 ছয়টি বিভাগ ও অর্থনীতির ব্যতিক্রম . . . 302
28.3 পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান: অসলো বনাম স্টকহোম . . . 303
28.4 মনোনয়ন ও নির্বাচন প্রক্রিয়া . . . 303
28.5 এই অঞ্চলের সাথে সম্পৃক্ত নোবেল বিজয়ী . . . 304
28.5.1 রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (1913, সাহিত্য) . . . 304
28.5.2 ড. মুহাম্মদ ইউনূস (2006, শান্তি) . . . 304
28.6 বিশ্বের অন্যান্য আইকনিক নোবেল বিজয়ী . . . 304
28.6.1 আলবার্ট আইনস্টাইন — পদার্থবিজ্ঞান, 1921 . . . 304
28.6.2 মাদাম কুরি — দ্বিগুণ নোবেলজয়ী . . . 305
28.6.3 মালালা ইউসুফজাই — সর্বকনিষ্ঠ নোবেল বিজয়ী . . . 305
28.6.4 মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র — নাগরিক অধিকার আন্দোলন . . . 305
28.7 সাম্প্রতিক ও উল্লেখযোগ্য নোবেল বিজয়ী: দ্রুত রেফারেন্স তালিকা . . . 305
28.8 অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ . . . 306
28.9 অনুশীলনী . . . 307

29 আন্তর্জাতিক দিবস (International Days & Observances) 311
29.1 আন্তর্জাতিক দিবস কী এবং কারা নির্ধারণ করে . . . 311
29.1.1 জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ভূমিকা . . . 312
29.1.2 দিবস উদযাপনের ধরন . . . 312
29.2 আন্তর্জাতিক দিবস কেন নিয়োগ পরীক্ষায় এত গুরুত্বপূর্ণ . . . 312
29.3 মাস অনুযায়ী গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক দিবসের সম্পূর্ণ তালিকা . . . 313
29.4 নির্বাচিত গুরুত্বপূর্ণ দিবস: বিস্তারিত ও পূর্ববর্তী অধ্যায়ের সংযোগ . . . 315
29.4.1 বিশ্ব মানবাধিকার দিবস (10 ডিসেম্বর) ও সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্র . . . 315
29.4.2 আন্তর্জাতিক নারী দিবস (8 মার্চ) . . . 315
29.4.3 পরিবেশ-সম্পর্কিত তিনটি দিবস: গুলিয়ে ফেলার মতো তিনটি নাম . . . 315
29.4.4 বিশ্ব শরণার্থী দিবস (20 জুন) . . . 316
29.4.5 জাতিসংঘ দিবস (24 অক্টোবর) . . . 316
29.4.6 বিশেষায়িত সংস্থার প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর সাথে যুক্ত দিবস: স্বাস্থ্য ও খাদ্য . . . 316
29.4.7 আন্তর্জাতিক শান্তি দিবস (21 সেপ্টেম্বর) . . . 316
29.4.8 নারীর প্রতি সহিংসতা বিলোপে আন্তর্জাতিক দিবস (25 নভেম্বর) . . . 317
29.5 কমন বিভ্রান্তি ও দ্রুত রিভিশনের কৌশল . . . 317
29.6 অনুশীলনী . . . 317

30 বিশ্ব নেতা ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব (World Leaders & Political Personalities) 320
30.1 মহাত্মা গান্ধী: অহিংস প্রতিরোধের প্রবক্তা . . . 320
30.2 নেলসন ম্যান্ডেলা ও দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদবিরোধী সংগ্রাম . . . 321
30.3 উইনস্টন চার্চিল: রাষ্ট্রনায়ক ও নোবেলজয়ী সাহিত্যিক . . . 321
30.4 আব্রাহাম লিংকন ও মার্কিন গৃহযুদ্ধ . . . 322
30.5 মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র ও মার্কিন নাগরিক অধিকার আন্দোলন . . . 322
30.6 মাদার তেরেসা ও ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল: মানবিক সেবার প্রতীক . . . 322
30.6.1 মাদার তেরেসা . . . 323
30.6.2 ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল . . . 323
30.7 বর্তমান বিশ্ব নেতা: রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকারপ্রধানের একনজর তালিকা . . . 323
30.7.1 রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ: একজন বর্তমান বিশ্ব নেতার সিদ্ধান্ত . . . 324
30.7.2 নেপালের রাজনৈতিক অস্থিরতা: কেন "বর্তমান প্রধানমন্ত্রী" প্রশ্নে সতর্ক থাকা জরুরি . . . 324
30.8 উল্লেখযোগ্য "প্রথম" রেকর্ড ও চমকপ্রদ তথ্য . . . 324
30.9 কমন বিভ্রান্তি ও মনে রাখার কৌশল . . . 325
30.10 অনুশীলনী . . . 325

31 মহাকাশ অভিযান ও আন্তর্জাতিক প্রযুক্তি (Space Exploration & International Technology) 328
31.1 মহাকাশ প্রতিযোগিতার সূচনা: স্নায়ুযুদ্ধ ও 'স্পেস রেস' . . . 328
31.2 স্পুতনিক-1 (Sputnik-1): মহাকাশ যুগের সূচনা . . . 329
31.3 ইউরি গ্যাগারিন: মহাকাশে মানুষের প্রথম পদার্পণ . . . 330
31.4 অ্যাপোলো 11 অভিযান: চাঁদে মানুষের প্রথম পদার্পণ . . . 330

সরকারি ও বেসরকারি চাকরির প্রস্তুতি

31.5 নাসা (NASA): যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ সংস্থা . . . 331
31.5.1 নাসার অন্যান্য উল্লেখযোগ্য মহাকাশ অভিযান . . . 331
31.6 হাবল স্পেস টেলিস্কোপ (Hubble Space Telescope) . . . 332
31.7 আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশন (International Space Station -- ISS) . . . 332
31.8 ইসরো (ISRO) ও ভারতের মহাকাশ কর্মসূচি . . . 333
31.8.1 চন্দ্রযান অভিযানসমূহ . . . 333
31.8.2 মঙ্গলযান (Mars Orbiter Mission) . . . 333
31.9 স্পেসএক্স ও বেসরকারি মহাকাশযাত্রার উত্থান . . . 334
31.10 অনুশীলনী . . . 334

10 বিবিধ ও চূড়ান্ত প্রস্তুতি 337

32 আন্তর্জাতিক ক্রীড়া সংস্থা (International Sports Organizations) 338
32.1 ফিফা (FIFA): আন্তর্জাতিক ফুটবল ফেডারেশন . . . 338
32.1.1 ফিফা বিশ্বকাপের ইতিহাস ও উল্লেখযোগ্য তথ্য . . . 339
32.2 আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি (International Olympic Committee -- IOC) . . . 340
32.2.1 বাংলাদেশ ও এশিয়ার প্রেক্ষাপটে অলিম্পিক . . . 340
32.3 আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল (International Cricket Council -- ICC) . . . 341
32.3.1 সতর্কতা: দুটি ভিন্ন "ICC" গুলিয়ে ফেলবেন না . . . 341
32.4 কমনওয়েলথ গেমস (Commonwealth Games) . . . 342
32.5 চারটি সংস্থার তুলনামূলক চিত্র . . . 342
32.6 অনুশীলনী . . . 343

33 আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম ও যোগাযোগ (International Media & Communication) 347
33.1 আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের প্রধান ধরন . . . 347
33.2 বিবিসি (BBC) . . . 348
33.3 সিএনএন (CNN) . . . 349
33.4 আল জাজিরা (Al Jazeera) . . . 349
33.5 সংবাদ সংস্থা বা "ওয়্যার সার্ভিস" কী ও কেন প্রয়োজন . . . 350
33.6 রয়টার্স (Reuters) . . . 350
33.7 এসোসিয়েটেড প্রেস বা এপি (AP) . . . 350
33.8 এএফপি (AFP) . . . 351
33.9 সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা ও পর্যবেক্ষক সংস্থা . . . 352
33.10 অনুশীলনী . . . 352

34 প্রধান বিশ্বশক্তি: যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, রাশিয়া, চীন ও ভারত (Major World Powers: USA, UK, Russia, China & India) 354
34.1 যুক্তরাষ্ট্র (United States of America) . . . 354
34.2 যুক্তরাজ্য (United Kingdom) . . . 355
34.3 রাশিয়া (Russia) . . . 355
34.4 চীন (China) . . . 356
34.5 ভারত (India) . . . 357
34.6 তুলনামূলক সারণি ও সময়রেখা . . . 357
34.7 অনুশীলনী . . . 358

35 সংক্ষিপ্ত রূপ ও আন্তর্জাতিক পরিভাষা (Abbreviations & International Terms) 361
35.1 সংক্ষিপ্ত রূপ কেন এত গুরুত্বপূর্ণ . . . 361
35.2 জাতিসংঘ ও এর বিশেষায়িত সংস্থা সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত রূপ . . . 362
35.3 আন্তর্জাতিক আদালত ও মানবিক সংস্থা সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত রূপ . . . 364
35.4 আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক রাজনৈতিক সংগঠন সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত রূপ . . . 364
35.5 আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও অর্থনীতি সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত রূপ . . . 365
35.6 মানবাধিকার, নিরস্ত্রীকরণ ও উন্নয়ন লক্ষ্য সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত রূপ . . . 367
35.7 বেসরকারি সংস্থা ও প্রযুক্তিগত সংক্ষিপ্ত রূপ . . . 368
35.8 কূটনীতিতে ব্যবহৃত গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষা . . . 369
35.8.1 Persona Non Grata . . . 369
35.8.2 Protocol . . . 369
35.8.3 দ্বিপাক্ষিক, বহুপাক্ষিক ও একপাক্ষিক . . . 369
35.8.4 অবরোধ (Sanctions) ও বাণিজ্য অবরোধ (Embargo) . . . 369
35.8.5 Détente ও যুদ্ধবিরতি-সম্পর্কিত পরিভাষা . . . 370

চাকরি বাংলা
সরকারি ও বেসরকারি চাকরির প্রস্তুতি

35.9 অধ্যায় সারসংক্ষেপ . . . 370

36 বিবিধ (Others / Misc) 372
36.1 এই অধ্যায়ের পরিধি ও ব্যবহারবিধি . . . 372
36.2 ইতিহাস, বিপ্লব ও সাহিত্য সম্পর্কিত বিবিধ তথ্য . . . 373
36.3 কূটনীতি, রাজনীতি ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের চমকপ্রদ অধ্যায় . . . 374
36.4 বিশ্ব ভূগোল, দেশ ও প্রতিষ্ঠান পরিচিতি . . . 376
36.5 অর্থনীতি, বিশ্বশক্তি ও ক্রীড়া সম্পর্কিত বিবিধ তথ্য . . . 378
36.6 অধ্যায় সারসংক্ষেপ . . . 378

37 ট্রিক শিট: দ্রুত পুনরালোচনা (Quick Revision Trick Sheet) 380

11 পরিশিষ্ট: সম্পূর্ণ প্রশ্নব্যাংক 383

38 বিশ্ব ভূগোল: মহাদেশ, মহাসাগর ও ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য --- সম্পূর্ণ প্রশ্নব্যাংক 384

39 বিশ্বের দেশসমূহ: রাজধানী, মুদ্রা ও আইনসভা --- সম্পূর্ণ প্রশ্নব্যাংক 389

40 প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বিশ্ব ইতিহাস --- সম্পূর্ণ প্রশ্নব্যাংক 391

41 প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও এর পরিণতি --- সম্পূর্ণ প্রশ্নব্যাংক 393

42 দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও এর পরিণতি --- সম্পূর্ণ প্রশ্নব্যাংক 394

43 স্নায়ুযুদ্ধ যুগ ও পরবর্তী বিশ্বব্যবস্থা --- সম্পূর্ণ প্রশ্নব্যাংক 397

44 জাতিসংঘ: কাঠামো ও অঙ্গসংগঠন --- সম্পূর্ণ প্রশ্নব্যাংক 398

45 জাতিসংঘের বিশেষায়িত সংস্থা ও কর্মসূচি --- সম্পূর্ণ প্রশ্নব্যাংক 411

46 আন্তর্জাতিক আদালত ও আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত --- সম্পূর্ণ প্রশ্নব্যাংক 418

47 সার্ক (SAARC) --- সম্পূর্ণ প্রশ্নব্যাংক 421

48 আসিয়ান (ASEAN) --- সম্পূর্ণ প্রশ্নব্যাংক 424

49 ইউরোপীয় ইউনিয়ন --- সম্পূর্ণ প্রশ্নব্যাংক 426

50 ন্যাটো (NATO) --- সম্পূর্ণ প্রশ্নব্যাংক 429

51 ইসলামী সহযোগিতা সংস্থা (OIC) --- সম্পূর্ণ প্রশ্নব্যাংক 431

52 কমনওয়েলথ জোট --- সম্পূর্ণ প্রশ্নব্যাংক 432

53 জি-7, জি-20 ও ব্রিকস --- সম্পূর্ণ প্রশ্নব্যাংক 434

54 বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য --- সম্পূর্ণ প্রশ্নব্যাংক 435

55 আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল ও বিশ্বব্যাংক --- সম্পূর্ণ প্রশ্নব্যাংক 437

56 বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সূচক ও উন্নয়ন --- সম্পূর্ণ প্রশ্নব্যাংক 441

57 মধ্যপ্রাচ্য বিষয়াবলি --- সম্পূর্ণ প্রশ্নব্যাংক 445

58 সন্ত্রাসবাদ ও আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা --- সম্পূর্ণ প্রশ্নব্যাংক 453

59 পারমাণবিক অস্ত্র ও নিরস্ত্রীকরণ --- সম্পূর্ণ প্রশ্নব্যাংক 454

60 শরণার্থী সংকট ও মানবিক বিষয়াবলি --- সম্পূর্ণ প্রশ্নব্যাংক 455

চাকরি বাংলা
সরকারি ও বেসরকারি চাকরির প্রস্তুতি

61 সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক সংঘাত ও সংকট --- সম্পূর্ণ প্রশ্নব্যাংক 457
62 আন্তর্জাতিক আইন ও মানবাধিকার --- সম্পূর্ণ প্রশ্নব্যাংক 460
63 জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশগত চুক্তি --- সম্পূর্ণ প্রশ্নব্যাংক 461
64 আন্তর্জাতিক মানবিক ও ত্রাণ সংস্থা --- সম্পূর্ণ প্রশ্নব্যাংক 463
65 নোবেল পুরস্কার --- সম্পূর্ণ প্রশ্নব্যাংক 465
66 আন্তর্জাতিক দিবস --- সম্পূর্ণ প্রশ্নব্যাংক 469
67 বিশ্ব নেতা ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব --- সম্পূর্ণ প্রশ্নব্যাংক 471
68 মহাকাশ অভিযান ও আন্তর্জাতিক প্রযুক্তি --- সম্পূর্ণ প্রশ্নব্যাংক 474
69 আন্তর্জাতিক ক্রীড়া সংস্থা --- সম্পূর্ণ প্রশ্নব্যাংক 476
70 আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম ও যোগাযোগ --- সম্পূর্ণ প্রশ্নব্যাংক 480
71 প্রধান বিশ্বশক্তি: যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, রাশিয়া, চীন ও ভারত --- সম্পূর্ণ প্রশ্নব্যাংক 481
72 সংক্ষিপ্ত রূপ ও আন্তর্জাতিক পরিভাষা --- সম্পূর্ণ প্রশ্নব্যাংক 483
73 বিবিধ --- সম্পূর্ণ প্রশ্নব্যাংক 485

চাকরি বাংলা
সরকারি ও বেসরকারি চাকরির প্রস্তুতি

পর্ব 1

ভূমিকা ও প্রস্তুতির কৌশল

চাকরি বাংলা
সরকারি ও বেসরকারি চাকরির প্রস্তুতি

বই পরিচিতি ও প্রস্তুতির কৌশল (How to Use This Book)

বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি সরকারি ও বেসরকারি নিয়োগ পরীক্ষায়, বিশেষত বিসিএস প্রিলিমিনারিতে, আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি একটি নিয়মিত ও গুরুত্বপূর্ণ অংশ — অথচ অনেক প্রার্থী এই বিষয়কে বিশ্বের অসংখ্য দেশ, সংগঠন ও ঘটনার এক অসংলগ্ন স্তূপ মনে করে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন, কারণ এখানে নিজের দেশের মতো পূর্ব-পরিচিত প্রেক্ষাপট থাকে না। এই বইটি ঠিক এই বিভ্রান্তি দূর করার জন্যই তৈরি — এখানে প্রতিটি টপিককে যৌক্তিক ও বিষয়ভিত্তিক একটি সুসংগঠিত কাঠামোর মধ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। মোট 36টি টপিকভিত্তিক অধ্যায়ে বিশ্ব ভূগোল ও ইতিহাস থেকে শুরু করে বিশ্বযুদ্ধ, জাতিসংঘ, আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক সংগঠন, আন্তর্জাতিক অর্থনীতি, বিশ্ব রাজনীতি-সংঘাত, আন্তর্জাতিক আইন-পরিবেশ এবং পুরস্কার-ব্যক্তিত্ব-প্রযুক্তি পর্যন্ত প্রায় সবগুলো নিয়োগ পরীক্ষার আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি সিলেবাস কভার করা হয়েছে। এই ভূমিকা অধ্যায়টি অন্য অধ্যায়গুলোর মতো নতুন কোনো তথ্য শেখাবে না — বরং বইয়ের গঠন, পড়ার সঠিক পদ্ধতি এবং পরীক্ষার হলে কীভাবে প্রস্তুতি কাজে লাগাতে হয় তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

বই পরিচিতি থেকে পরীক্ষার হল পর্যন্ত

এই বইটি কীভাবে সংগঠিত করা হয়েছে

এই বইটি মোট 11টি পর্বে (part) বিভক্ত, এবং প্রতিটি পর্বের ভেতরে একাধিক টপিকভিত্তিক অধ্যায় রয়েছে। পর্বগুলো মূলত যৌক্তিক ক্রমে সাজানো হয়েছে — প্রথমে বিশ্ব ভূগোল-ইতিহাস ও বিশ্বযুদ্ধ দিয়ে প্রেক্ষাপট তৈরি করা হয়েছে, তারপর জাতিসংঘ ও আঞ্চলিক-বৈশ্বিক সংগঠন, আন্তর্জাতিক অর্থনীতি, বিশ্ব রাজনীতি-সংঘাত, আন্তর্জাতিক আইন-পরিবেশ এবং সবশেষে পুরস্কার-ব্যক্তিত্ব-প্রযুক্তি ও বিবিধ বিষয় আলোচনা করা হয়েছে।

পর্ব	মূল বিষয়বস্তু	অধ্যায়
বিশ্ব ভূগোল ও ইতিহাস	মহাদেশ-মহাসাগর, দেশ-রাজধানী-মুদ্রা, প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ইতিহাস।	3
বিশ্বযুদ্ধ ও স্নায়ুযুদ্ধ	প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, স্নায়ুযুদ্ধ যুগ।	3
জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক বিচার ব্যবস্থা	জাতিসংঘের কাঠামো, বিশেষায়িত সংস্থা, আন্তর্জাতিক আদালত।	3
আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক সংগঠন	সার্ক, আসিয়ান, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, ন্যাটো, ওআইসি, কমনওয়েলথ, জি-7/জি-20/ব্রিকস।	7
আন্তর্জাতিক অর্থনীতি ও বাণিজ্য	বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা, আইএমএফ-বিশ্বব্যাংক, বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সূচক।	3
বিশ্ব রাজনীতি, সংঘাত ও নিরাপত্তা	মধ্যপ্রাচ্য, সন্ত্রাসবাদ, পারমাণবিক অস্ত্র, শরণার্থী সংকট, সাম্প্রতিক সংঘাত।	5
আন্তর্জাতিক আইন, পরিবেশ ও মানবিক সংস্থা	আন্তর্জাতিক আইন-মানবাধিকার, জলবায়ু চুক্তি, মানবিক সংস্থা।	3
পুরস্কার, দিবস, ব্যক্তিত্ব ও প্রযুক্তি	নোবেল পুরস্কার, আন্তর্জাতিক দিবস, বিশ্ব নেতা, মহাকাশ অভিযান।	4
বিবিধ ও চূড়ান্ত প্রস্তুতি	ক্রীড়া সংস্থা, গণমাধ্যম, প্রধান বিশ্বশক্তি, সংক্ষিপ্ত রূপ, বিবিধ, ট্রিক শিট।	6

পর্ব	মূল বিষয়বস্তু	অধ্যায়
পরিশিষ্ট: সম্পূর্ণ প্রশ্নব্যাংক	প্রতিটি টপিক অনুযায়ী সাজানো, প্রকৃত নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্ন ও সমাধানের বিশাল সংকলন।	36 উপ-অংশ

লক্ষ করুন, সবশেষ দুটি পর্ব সাধারণ টপিক-অধ্যায়ের মতো নয়। অধ্যায় 37 (ট্রিক শিট) হলো পুরো বইয়ের সবগুলো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য, তারিখ ও সংক্ষিপ্ত রূপের একটি সংক্ষিপ্ত সংকলন, যা পরীক্ষার ঠিক আগে দ্রুত ঝালিয়ে নেওয়ার জন্য তৈরি করা হয়েছে। আর একেবারে শেষ পর্বে থাকা পরিশিষ্টে প্রতিটি টপিকের প্রকৃত নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্ন টপিক অনুযায়ী আলাদা আলাদা করে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে।

মনে রাখুন

প্রতিটি টপিক-অধ্যায়ের নিজস্ব "অনুশীলনী" অংশও আছে (প্রকৃত পরীক্ষার প্রশ্নসহ), কিন্তু এই ভূমিকা অধ্যায়ে কোনো অনুশীলনী নেই।

কেন অনেকে আন্তর্জাতিক বিষয়াবলিতে পিছিয়ে পড়েন

আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি অংশে ভালো নম্বর তোলা কঠিন মনে হলেও, সঠিক কাঠামো মেনে পড়লে এটি আসলে সবচেয়ে বেশি স্কোর করার মতো একটি অংশ — কারণ এখানে বেশিরভাগ প্রশ্নই নির্দিষ্ট তথ্যভিত্তিক (সদর দপ্তর, প্রতিষ্ঠার সাল, সদস্য সংখ্যা)। তবু বাস্তবে দেখা যায়, অনেক প্রার্থীই এই অংশে কাঙ্ক্ষিত নম্বর তুলতে পারেন না, তার পেছনে সাধারণত তিনটি কারণ কাজ করে।

দেশ ও সংগঠনের নাম গুলিয়ে ফেলা

সার্ক-আসিয়ান-ওআইসি-কমনওয়েলথের মতো নাম প্রায় কাছাকাছি শোনালেও এদের সদস্য দেশ, প্রতিষ্ঠার সাল ও কার্যপরিধি সম্পূর্ণ ভিন্ন, যা বিচ্ছিন্নভাবে মুখস্থ করলে সহজেই গুলিয়ে যায়। এই বইয়ে তাই প্রতিটি সংগঠনকে তুলনামূলক টেবিল ও শর্টকাট কৌশলসহ উপস্থাপন করা হয়েছে, যাতে একটি সংগঠন মনে থাকলে অন্যগুলোর সাথে বিভ্রান্তি কম হয়।

বিষয়ের বিশালতা ও পরিচিতির অভাব

বিশ্বের প্রায় দুইশত দেশ, শতাধিক আন্তর্জাতিক সংগঠন ও শত বছরের ইতিহাস একসাথে থাকায় অনেকে শুরুতেই হতাশ হয়ে পড়েন, বিশেষত যেহেতু নিজের দেশের ইতিহাসের মতো এসব প্রসঙ্গের সাথে আগে থেকে পরিচিতি থাকে না। এই বইয়ের প্রতিটি অধ্যায় তাই সুনির্দিষ্ট একটি উপ-বিষয় নিয়ে আলোচনা করে, যাতে একবারে সবকিছু নিয়ে চিন্তা না করে ধাপে ধাপে এগিয়ে যাওয়া যায়।

সরকারি ও বেসরকারি চাকরির প্রস্তুতি

দ্রুত পরিবর্তনশীল সাম্প্রতিক তথ্যের চাপ

আন্তর্জাতিক বিষয়াবলির অনেক তথ্য (রাষ্ট্রপ্রধানের নাম, সাম্প্রতিক সংঘাত, নোবেল বিজয়ী) নিয়মিত পরিবর্তিত হয়, তাই পুরনো উৎস থেকে পড়া তথ্য কখনো কখনো অপ্রচলিত হয়ে যায়। এই বইয়ে সাধারণ কাঠামোগত তথ্যের (সংগঠনের প্রতিষ্ঠাকাল, সদর দপ্তর, ঐতিহাসিক তারিখ) উপর মূল জোর দেওয়া হয়েছে, তবে দ্রুত পরিবর্তনশীল সাম্প্রতিক তথ্য (বর্তমান রাষ্ট্রপ্রধান, নতুন সদস্য দেশ) নিজে থেকেও হালনাগাদ যাচাই করে নেওয়ার পরামর্শ থাকল।

এই বই যেভাবে সাহায্য করবে

উপরের তিনটি সমস্যা মাথায় রেখেই এই বইয়ের প্রতিটি অধ্যায়ে নিচের উপাদানগুলো রাখা হয়েছে:

- **তুলনামূলক টেবিল** — কাছাকাছি নামের সংগঠন ও দেশগুলোকে পাশাপাশি রেখে পার্থক্য স্পষ্ট করা।
- **আলাদা সূত্র/তথ্য বক্স** — সদর দপ্তর, প্রতিষ্ঠার সাল ও সদস্য সংখ্যার মতো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দ্রুত খুঁজে পাওয়ার জন্য।
- **শর্টকাট কৌশল বক্স** — কাছাকাছি তথ্য আলাদা করার ও মনে রাখার সহজ কৌশল।
- **সাধারণ ভুল বক্স** — পরীক্ষায় বারবার যেসব বিভ্রান্তি হয়, তা আলাদাভাবে চিহ্নিত করা।
- **কোন পরীক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ বক্স** — কোন টপিক কোন ধরনের পরীক্ষায় বেশি আসে, তার নির্দেশনা।

অধ্যয়নের প্রস্তাবিত ক্রম ও পরীক্ষাভেদে গুরুত্ব

ধাপে ধাপে অধ্যয়নের ক্রম

- **ধাপ 1 — প্রেক্ষাপট তৈরি করা (অধ্যায় 1 থেকে 9):** বিশ্ব ভূগোল-ইতিহাস, বিশ্বযুদ্ধ ও জাতিসংঘ — এই অংশ বুঝলে পরের অধ্যায়গুলোর প্রেক্ষাপট সহজে বোঝা যায়।
- **ধাপ 2 — সংগঠন ও অর্থনীতি আয়ত্ত করা (অধ্যায় 10 থেকে 19):** সার্ক-আসিয়ান-ইইউ-ন্যাটোর মতো আঞ্চলিক-বৈশ্বিক সংগঠন এবং আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান — প্রায় প্রতিটি পরীক্ষায় সবচেয়ে বেশি প্রশ্ন এই অংশ থেকেই আসে।
- **ধাপ 3 — বিশ্ব রাজনীতি ও আইন-পরিবেশ (অধ্যায় 20 থেকে 27):** মধ্যপ্রাচ্য-সংঘাত-নিরাপত্তা থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক আইন ও পরিবেশ চুক্তি পর্যন্ত।
- **ধাপ 4 — পুরস্কার-ব্যক্তিত্ব ও চূড়ান্ত প্রস্তুতি (অধ্যায় 28 থেকে 36):** নোবেল পুরস্কার, বিশ্ব নেতা, ক্রীড়া-গণমাধ্যম শেষ করে, পরীক্ষার আগের কয়েক দিনে ট্রিক শিট (অধ্যায় 37) দিয়ে পুরো বই ঝালিয়ে নিতে হবে।

বিভিন্ন পরীক্ষায় আন্তর্জাতিক বিষয়াবলির গুরুত্ব

পরীক্ষা	আনুমানিক অংশ	সাধারণত বেশি গুরুত্ব পাওয়া টপিক
বিসিএস প্রিলিমিনারি ("আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি" অংশ)	মোট 200 প্রশ্নের মধ্যে প্রায় 20টি	জাতিসংঘ, আঞ্চলিক সংগঠন, সাম্প্রতিক সংঘাত
ব্যাংক জব (বিভিন্ন ব্যাংকের নিয়োগ পরীক্ষা)	সাধারণ জ্ঞান অংশের একটি অংশ	আইএমএফ-বিশ্বব্যাংক, বাণিজ্য সংস্থা, অর্থনৈতিক সূচক
এনটিআরসিএ (শিক্ষক নিবন্ধন)	সাধারণ জ্ঞান অংশের একটি অংশ	জাতিসংঘ, বিশ্বযুদ্ধ, আন্তর্জাতিক দিবস
প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ	সাধারণ জ্ঞান অংশের একটি অংশ	জাতিসংঘ, বিশ্ব ভূগোল, নোবেল পুরস্কার
বিজেএস (সহকারী জজ) প্রিলিমিনারি	উল্লেখযোগ্য অংশ	আন্তর্জাতিক আদালত, আন্তর্জাতিক আইন, জাতিসংঘ

চাকরি বাংলা সরকারি বেসরকারি চাকরির প্রস্তুতি

মনে রাখুন

উপরের সারণিটি একটি সাধারণ ধারণা দেওয়ার জন্য — নিজের প্রার্থিত পরীক্ষার সর্বশেষ বিজ্ঞপ্তি ও সিলেবাস অবশ্যই মনোযোগ দিয়ে পড়ে নিতে হবে।

বইটি দৈনন্দিন কীভাবে ব্যবহার করবেন

প্রতিটি অধ্যায় পড়ার প্রস্তাবিত ধাপ

- **প্রথমে তত্ত্ব অংশ পড়ুন** — সরাসরি নাম-সাল মুখস্থ করতে যাবেন না, প্রথমে সংগঠন বা ঘটনার প্রেক্ষাপট বুঝুন।
- **সূত্র/তথ্য বক্স আলাদাভাবে খেয়াল করুন** — সদর দপ্তর, প্রতিষ্ঠার সাল ও সদস্য সংখ্যাগুলো আলাদাভাবে মনে রাখুন।
- **তুলনামূলক টেবিল থেকে পার্থক্য শিখুন** — কাছাকাছি নামের সংগঠনগুলোর পার্থক্য নিজের ভাষায় একবার লিখে ফেলুন।
- **অনুশীলনীর প্রশ্নগুলো সমাধান করুন** — প্রতিটি অধ্যায়ের প্রকৃত পরীক্ষার প্রশ্নগুলো সময় নিয়ে সমাধান করুন।
- **ভুল হওয়া প্রশ্নগুলো আলাদা করে রাখুন।**
- **পরীক্ষার আগের কয়েক দিনে ট্রিক শিট (অধ্যায় 37) আবার পড়ুন এবং সাম্প্রতিক তথ্য একবার হালনাগাদ যাচাই করে নিন।**

এই ভূমিকা অধ্যায়ে যা যা আলোচনা করা হলো, তা মাথায় রেখে এখন থেকে পরের অধ্যায় "বিশ্ব ভূগোল: মহাদেশ, মহাসাগর ও ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য" থেকে যাত্রা শুরু করা যাক।

চাকরি বাংলা
সরকারি ও বেসরকারি চাকরির প্রস্তুতি

পর্ব 2

বিশ্ব ভূগোল ও ইতিহাস

চাকরি বাংলা
সরকারি ও বেসরকারি চাকরির প্রস্তুতি

অধ্যায় 1

বিশ্ব ভূগোল: মহাদেশ, মহাসাগর ও ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য (World Geography: Continents, Oceans & Physical Features)

আন্তর্জাতিক বিষয়াবলির পুরো বইটি আসলে একটি বিশাল মানচিত্রের উপর দাঁড়িয়ে আছে — জাতিসংঘের কোনো সংস্থা কোথায় কাজ করে, কোন সংঘাত কোন অঞ্চলে সংঘটিত হচ্ছে, কোন সংগঠনের সদস্য দেশগুলো কোথায় অবস্থিত — এই সবকিছু বুঝতে হলে প্রথমে বিশ্বের মৌলিক ভূগোল সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা থাকা আবশ্যক। ঠিক এই কারণেই এই বইয়ের একেবারে প্রথম অধ্যায় হিসেবে বিশ্ব ভূগোলকে বেছে নেওয়া হয়েছে — এটি পরবর্তী প্রায় প্রতিটি অধ্যায়ের ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে। এই অধ্যায়ে আমরা পৃথিবীর সাতটি মহাদেশ, পাঁচটি মহাসাগর, গুরুত্বপূর্ণ সাগর-উপসাগর, বিশ্ব বাণিজ্যের চাবিকাঠি হিসেবে পরিচিত প্রণালী ও কৃত্রিম খাল, বৃহৎ মরুভূমি-পর্বতমালা-নদী, উল্লেখযোগ্য দ্বীপ এবং সবশেষে ভৌগোলিক সেরা-রেকর্ডের (superlatives) একটি সম্পূর্ণ তালিকা নিয়ে আলোচনা করব। সুখবর হলো, এই টপিকের প্রায় সবগুলো প্রশ্নই সুনির্দিষ্ট তথ্যভিত্তিক (কোনটি সবচেয়ে বড়, কোনটি কোথায় অবস্থিত, কোনটি কোনটির সাথে যুক্ত) — অনুমাননির্ভর জটিল হিসাব-নিকাশ নেই, তাই একবার গুছিয়ে পড়লে এখান থেকে প্রায় নিশ্চিত নম্বর তোলা সম্ভব। বিসিএস, ব্যাংক জব, এনটিআরসিএ, প্রাইমারি ও বিজেএস — প্রায় প্রতিটি নিয়োগ পরীক্ষাতেই বিশ্ব ভূগোল থেকে এক বা একাধিক প্রশ্ন নিয়মিতভাবে আসে, তাই এই অধ্যায়ের প্রতিটি তথ্য মনোযোগ দিয়ে আয়ত্ত করা জরুরি।

মহাদেশ পরিচিতি: পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ভূখণ্ড বিভাজন

1.1 সাতটি মহাদেশ: এক নজরে পরিচিতি

পৃথিবীর স্থলভাগকে ভৌগোলিকভাবে সাতটি বৃহৎ, প্রায় স্বতন্ত্র ভূখণ্ডে ভাগ করা হয়েছে, যাদের প্রতিটিকে একটি "মহাদেশ" (continent) বলা হয়। এই বিভাজন মূলত ঐতিহাসিক প্রথা, ভূতাত্ত্বিক গঠন এবং সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক বাস্তবতার সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে — কোনো একক নিখুঁত বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা এখানে কাজ করে না, এ কারণেই কোথাও কোথাও "6টি মহাদেশ" (ইউরোপ-এশিয়াকে "ইউরেশিয়া" হিসেবে একত্রে গণনা করে) বা "5টি মহাদেশ" গণনার প্রথাও দেখা যায়, তবে বাংলাদেশের নিয়োগ পরীক্ষাগুলোতে সর্বজনগৃহীত মান হলো সাতটি মহাদেশ।

সাতটি মহাদেশ হলো — এশিয়া, আফ্রিকা, উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, অ্যান্টার্কটিকা, ইউরোপ এবং অস্ট্রেলিয়া/ওশেনিয়া।

ⓘ মনে রাখুন

"অস্ট্রেলিয়া" নামে একটি স্বাধীন দেশও আছে এবং একই নামে একটি মহাদেশও আছে — এই দুটি এক জিনিস নয়। মহাদেশ হিসেবে "অস্ট্রেলিয়া"-কে অনেক সময় বৃহত্তর অর্থে "ওশেনিয়া" (Oceania) নামেও ডাকা হয়, যার মধ্যে অস্ট্রেলিয়া দেশটি ছাড়াও নিউজিল্যান্ড, পাপুয়া নিউগিনি, ফিজি, সলোমন দ্বীপপুঞ্জসহ প্রশান্ত মহাসাগরের অসংখ্য ছোট দ্বীপরাষ্ট্র অন্তর্ভুক্ত।

1.1.1 মহাদেশভিত্তিক আয়তন ও জনসংখ্যা তুলনা

মহাদেশগুলোর আয়তন ও জনসংখ্যার তুলনামূলক ধারণা রাখা পরীক্ষার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ "সবচেয়ে বড়/ছোট মহাদেশ কোনটি" ধরনের প্রশ্ন প্রায় প্রতিটি পরীক্ষাতেই কোনো না কোনো রূপে আসে। লক্ষণীয় বিষয় হলো, আয়তনে সবচেয়ে বড় ও জনসংখ্যায় সবচেয়ে বেশি — দুটি ক্ষেত্রেই এশিয়া মহাদেশ শীর্ষে আছে, আর আয়তনে ও জনসংখ্যায় (স্থায়ী বাসিন্দা বিবেচনায়) উভয় দিক থেকেই সবচেয়ে ছোট মহাদেশ হলো অস্ট্রেলিয়া/ওশেনিয়া। অ্যান্টার্কটিকা একটি বিশেষ ব্যতিক্রম — এখানে কোনো স্থায়ী জনবসতি নেই, শুধু বিভিন্ন দেশের গবেষণা কেন্দ্রে ঋতুভেদে হাজার দুয়েক বিজ্ঞানী ও কর্মী সাময়িকভাবে অবস্থান করেন।

মহাদেশ	আয়তন (আনুমানিক)	জনসংখ্যা (আনুমানিক)	উল্লেখযোগ্য তথ্য
এশিয়া	44.6 মিলিয়ন বর্গ কিমি	প্রায় 4.7 বিলিয়ন	বৃহত্তম মহাদেশ (আয়তন ও জনসংখ্যা উভয় দিক থেকে); বিশ্বের প্রায় 60% মানুষের বাস
আফ্রিকা	30.4 মিলিয়ন বর্গ কিমি	প্রায় 1.5 বিলিয়ন	দ্বিতীয় বৃহত্তম মহাদেশ; মোট 54টি স্বাধীন দেশ নিয়ে গঠিত, যা যেকোনো মহাদেশের মধ্যে সর্বোচ্চ
উত্তর আমেরিকা	24.7 মিলিয়ন বর্গ কিমি	প্রায় 600 মিলিয়ন	তৃতীয় বৃহত্তম মহাদেশ; কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র ও মেক্সিকোসহ মোট 23টি দেশ
দক্ষিণ আমেরিকা	17.8 মিলিয়ন বর্গ কিমি	প্রায় 430 মিলিয়ন	আমাজন অববাহিকা ও আন্দিজ পর্বতমালার অবস্থান এই মহাদেশে
অ্যান্টার্কটিকা	14.2 মিলিয়ন বর্গ কিমি	কোনো স্থায়ী বাসিন্দা নেই	প্রায় 98% ভূভাগ বরফাচ্ছাদিত; বিশ্বের শীতলতম ও শুষ্কতম মহাদেশ
ইউরোপ	10.2 মিলিয়ন বর্গ কিমি	প্রায় 745 মিলিয়ন	আয়তনে অ্যান্টার্কটিকার চেয়েও ছোট, কিন্তু জনসংখ্যায় অনেক ঘনবসতিপূর্ণ
অস্ট্রেলিয়া/ওশেনিয়া	8.6 মিলিয়ন বর্গ কিমি	প্রায় 44 মিলিয়ন	আয়তন ও জনসংখ্যা — উভয় দিক থেকেই ক্ষুদ্রতম মহাদেশ

চাকরি বাংলা
সরকারি ও বেসরকারি চাকরির প্রস্তুতি

নিচের চিত্রে মহাদেশগুলোর আয়তনের তুলনামূলক চিত্র বার-চিত্রের (bar chart) মাধ্যমে দেখানো হলো, যাতে আকারের পার্থক্যটি দৃশ্যতই স্পষ্ট বোঝা যায়।

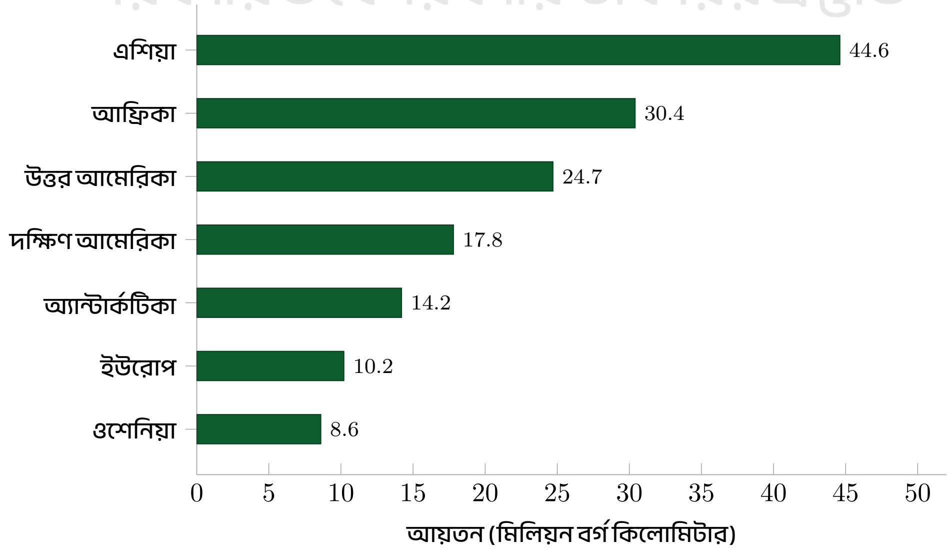

চিত্র 1: আয়তনের ভিত্তিতে সাতটি মহাদেশের তুলনামূলক চিত্র — এশিয়া বৃহত্তম এবং অস্ট্রেলিয়া/ওশেনিয়া ক্ষুদ্রতম।

মনে রাখার কৌশল: আয়তনের ক্রম

আয়তনের ক্রম অনুসারে মহাদেশগুলো মনে রাখতে একটি ছোট বাক্য ব্যবহার করা যায় — "এশিয়া আফ্রিকার (উত্তর) আমেরিকা (দক্ষিণ) আমেরিকা অ্যান্টার্কটিকায় ইউরোপ অস্ট্রেলিয়া" — অর্থাৎ বৃহত্তম থেকে ক্ষুদ্রতম: এশিয়া → আফ্রিকা → উত্তর আমেরিকা → দক্ষিণ আমেরিকা → অ্যান্টার্কটিকা → ইউরোপ → অস্ট্রেলিয়া/ওশেনিয়া।

1.1.2 মহাদেশের সীমানা: কোথায় একটি মহাদেশ শেষ, আরেকটি শুরু

যেহেতু এশিয়া ও ইউরোপ প্রকৃতপক্ষে একই বিশাল ভূখণ্ডের (ইউরেশিয়া) অংশ, তাই এই দুই মহাদেশের মধ্যে সুনির্দিষ্ট কোনো প্রাকৃতিক প্রাচীর নেই — বরং প্রথাগতভাবে একটি রেখা টেনে সীমানা নির্ধারণ করা হয়েছে। এই সীমানা রাশিয়ার **উরাল পর্বতমালা** (Ural Mountains) ও উরাল নদী থেকে শুরু হয়ে কাস্পিয়ান সাগর ও ককেশাস পর্বতমালা হয়ে তুরস্কের **বসফরাস প্রণালী** পর্যন্ত বিস্তৃত। একইভাবে, আফ্রিকা ও এশিয়ার সীমানা প্রথাগতভাবে মিসরের **সুয়েজ খাল** (এবং সিনাই উপদ্বীপ) দিয়ে নির্ধারিত হয় — সুয়েজ খালের পশ্চিমে আফ্রিকা, পূর্বে (সিনাই উপদ্বীপ) এশিয়া। উত্তর আমেরিকা ও দক্ষিণ আমেরিকা পানামার সংকীর্ণ স্থলভাগ (ইসথমাস অব পানামা) দিয়ে যুক্ত, যেখান দিয়ে কেটে তৈরি করা হয়েছে বিখ্যাত পানামা খাল। আর এশিয়া ও উত্তর আমেরিকার মধ্যে সীমানা টানে রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী **বেরিং প্রণালী**।

কোন পরীক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ

"কোন পর্বতমালা/খাল/প্রণালী দুটি মহাদেশকে পৃথক করেছে" — এই ধরনের প্রশ্ন বিসিএস, ব্যাংক জব ও শিক্ষক নিবন্ধনসহ প্রায় সব পরীক্ষাতেই বারবার আসে। এই অধ্যায়ের পরবর্তী অংশে প্রতিটি প্রণালী ও খাল নিয়ে আলাদাভাবে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

1.1.3 প্যানজিয়া: এক অতিমহাদেশের গল্প

আজকের সাতটি বিচ্ছিন্ন মহাদেশ কিন্তু সবসময় এমন ছিল না। ভূতাত্ত্বিক ইতিহাস অনুযায়ী, প্রায় 25 থেকে 30 কোটি বছর আগে পৃথিবীর সমস্ত স্থলভাগ একত্রে একটিমাত্র বিশাল ভূখণ্ড হিসেবে জোড়া লেগে ছিল, যাকে বলা হয় **প্যানজিয়া** (Pangaea, গ্রিক শব্দের অর্থ "সমগ্র পৃথিবী")।

প্যানজিয়া ও মহাদেশীয় সঞ্চরণ তত্ত্ব

জার্মান বিজ্ঞানী **আলফ্রেড ওয়েগেনার** 1912 সালে "মহাদেশীয় সঞ্চরণ" (Continental Drift) তত্ত্বের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেন যে, প্যানজিয়া নামক এই অতিমহাদেশ কোটি কোটি বছর ধরে ধীরে ধীরে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে বর্তমান মহাদেশগুলোর আকার ধারণ করেছে — এবং টেকটোনিক প্লেটের নড়াচড়ার কারণে এই বিচ্ছিন্নকরণ প্রক্রিয়া আজও অব্যাহত আছে, যদিও তা মানুষের জীবদ্দশায় অনুভব করার মতো ধীরগতির। আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার উপকূলরেখা মানচিত্রে পাশাপাশি বসালে যে জিগস-পাজলের মতো প্রায় হুবহু মিলে যায়, তা এই তত্ত্বের একটি সহজবোধ্য দৃশ্যমান প্রমাণ হিসেবে প্রায়ই উদাহৃত হয়।

মহাসাগর ও সাগর: বিশ্বের জলরাশির জগৎ

1.2 বিশ্বের পাঁচটি মহাসাগর

পৃথিবী পৃষ্ঠের প্রায় 71% জুড়ে আছে সমুদ্র — আর এই বিশাল জলরাশিকে ভৌগোলিকভাবে পাঁচটি মহাসাগরে ভাগ করা হয়েছে: প্রশান্ত মহাসাগর, আটলান্টিক মহাসাগর, ভারত মহাসাগর, দক্ষিণ মহাসাগর ও সুমেরু (আর্কটিক) মহাসাগর।

মনে রাখুন: পঞ্চম মহাসাগর

দীর্ঘদিন ধরে বিশ্বে মাত্র চারটি মহাসাগরের কথা পড়ানো হতো (প্রশান্ত, আটলান্টিক, ভারত ও সুমেরু), কিন্তু 2021 সালের জুন মাসে ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক সোসাইটি আনুষ্ঠানিকভাবে অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশকে ঘিরে থাকা জলরাশিকে "দক্ষিণ মহাসাগর" (Southern Ocean বা Antarctic Ocean) নামে পঞ্চম ও স্বতন্ত্র মহাসাগর হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। এটি দক্ষিণ 60

ডিগ্রি অক্ষাংশের দক্ষিণে অ্যান্টার্কটিকাকে ঘিরে বিস্তৃত। সাম্প্রতিক প্রকাশনা ও সিলেবাসে তাই এখন পাঁচটি মহাসাগরের কথাই লেখা হয়, যদিও কিছু পুরনো বই এখনো চারটি মহাসাগরের হিসাব অনুসরণ করে — তাই প্রশ্নভেদে দুটি উত্তরই মাথায় রাখা ভালো।

ক্রম	মহাসাগর	আয়তন (আনুমানিক)	উল্লেখযোগ্য তথ্য
1	প্রশান্ত মহাসাগর (Pacific)	165.2 মিলিয়ন বর্গ কিমি	বৃহত্তম ও গভীরতম মহাসাগর; এশিয়া-অস্ট্রেলিয়াকে আমেরিকা থেকে পৃথক করেছে; পৃথিবীর সবচেয়ে গভীর বিন্দু মারিয়ানা খাত এখানেই অবস্থিত
2	আটলান্টিক মহাসাগর (Atlantic)	106.4 মিলিয়ন বর্গ কিমি	দ্বিতীয় বৃহত্তম; আমেরিকাকে ইউরোপ-আফ্রিকা থেকে পৃথক করেছে; আকৃতি ইংরেজি অক্ষর "S"-এর মতো
3	ভারত মহাসাগর (Indian)	70.6 মিলিয়ন বর্গ কিমি	তৃতীয় বৃহত্তম; একমাত্র মহাসাগর যার নামকরণ একটি নির্দিষ্ট দেশের (ভারত) নামে হয়েছে; বাংলাদেশের বঙ্গোপসাগর এরই একটি অংশ
4	দক্ষিণ মহাসাগর (Southern/Antarctic)	20.3 মিলিয়ন বর্গ কিমি	অ্যান্টার্কটিকাকে ঘিরে অবস্থিত; 2021 সালে পঞ্চম মহাসাগর হিসেবে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি পায়
5	সুমেরু/আর্কটিক মহাসাগর (Arctic)	14.1 মিলিয়ন বর্গ কিমি	ক্ষুদ্রতম ও অগভীরতম মহাসাগর; উত্তর মেরুকে ঘিরে অবস্থিত, বছরের অধিকাংশ সময় বরফাচ্ছাদিত থাকে

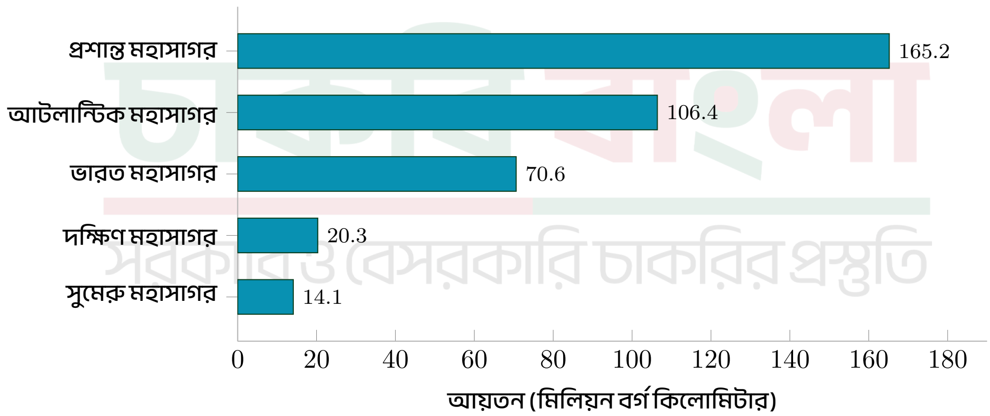

চিত্র 2: পাঁচটি মহাসাগরের আয়তনের তুলনা — প্রশান্ত মহাসাগর সবচেয়ে বড়, সুমেরু মহাসাগর সবচেয়ে ছোট।

⚠ সাধারণ ভুল

অনেকে মনে করেন উত্তর আমেরিকার পশ্চিম দিকে আটলান্টিক মহাসাগর অবস্থিত — এটি ভুল। উত্তর আমেরিকার **পশ্চিম** দিকে রয়েছে **প্রশান্ত মহাসাগর**, আর **পূর্ব** দিকে রয়েছে আটলান্টিক মহাসাগর। এই দিক নির্ণয়ে ভুল হওয়া একটি সাধারণ প্রবণতা, তাই মানচিত্র মনে মনে কল্পনা করে যাচাই করে নেওয়া ভালো।

1.3 গুরুত্বপূর্ণ সাগর, উপসাগর ও অন্তর্দেশীয় জলাশয়

মহাসাগরের চেয়ে ছোট, কিন্তু ভূরাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অসংখ্য সাগর ও উপসাগর বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে আছে — এদের অনেকগুলো একাধিক মহাদেশ বা দেশের সীমানা নির্ধারণ করে এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের গুরুত্বপূর্ণ পথ হিসেবে কাজ করে।

1.3.1 ভূমধ্যসাগর (Mediterranean Sea)

ইউরোপ, আফ্রিকা ও এশিয়া — তিনটি মহাদেশ দ্বারা বেষ্টিত ভূমধ্যসাগর জিব্রাল্টার প্রণালীর মাধ্যমে আটলান্টিক মহাসাগরের সাথে এবং সুয়েজ খালের মাধ্যমে লোহিত সাগরের সাথে যুক্ত। "ভূমধ্যসাগর" নামের আক্ষরিক অর্থই হলো "স্থলভাগ দ্বারা বেষ্টিত সাগর"।

1.3.2 লোহিত সাগর (Red Sea) ও পারস্য উপসাগর (Persian Gulf)

লোহিত সাগর আফ্রিকা ও আরব উপদ্বীপের মধ্যে অবস্থিত, যা বাব-এল-মান্দেব প্রণালীর মাধ্যমে ভারত মহাসাগরের সাথে যুক্ত। অন্যদিকে, পারস্য উপসাগর ইরান ও আরব উপদ্বীপের (সৌদি আরব, কুয়েত, বাহরাইন, কাতার, সংযুক্ত আরব আমিরাত) মধ্যবর্তী একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জলাশয়, যাকে বিশ্ব অপরিশোধিত তেল সরবরাহের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে গণ্য করা হয়। কুয়েত এই পারস্য উপসাগরের উত্তর-পশ্চিম তীরে অবস্থিত।

1.3.3 কৃষ্ণ সাগর (Black Sea) ও কাস্পিয়ান সাগর (Caspian Sea)

কৃষ্ণ সাগর পূর্ব ইউরোপ ও পশ্চিম এশিয়ার মধ্যবর্তী একটি সাগর, যা তুরস্কের বসফরাস ও দার্দানেলিস প্রণালীর মাধ্যমে ভূমধ্যসাগরের সাথে যুক্ত। কাস্পিয়ান সাগরের নামে "সাগর" থাকলেও, চারদিক স্থলবেষ্টিত হওয়ায় ভৌগোলিকভাবে এটি প্রকৃতপক্ষে একটি হ্রদ — এবং আয়তনের বিচারে এটিই বিশ্বের বৃহত্তম হ্রদ বা অন্তর্দেশীয় জলাশয়। রাশিয়া, কাজাখস্তান, তুর্কমেনিস্তান, ইরান ও আজারবাইজান — এই পাঁচটি দেশ কাস্পিয়ান সাগরের তীরবর্তী।

🖩 সূত্র: মৃত সাগর — পৃথিবীর সর্বনিম্ন বিন্দু

জর্ডান ও ইসরায়েল-ফিলিস্তিনের মধ্যবর্তী **মৃত সাগর** (Dead Sea) সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় 430 মিটার নিচে অবস্থিত — যা পৃথিবীর স্থলভাগের সর্বনিম্ন বিন্দু। অত্যধিক লবণাক্ততার (স্বাভাবিক সমুদ্রের প্রায় 10 গুণ) কারণে এই পানিতে কোনো মাছ বাঁচতে পারে না বলেই এর নাম "মৃত সাগর", তবে অতিরিক্ত ঘনত্বের কারণে এখানে মানুষ পানিতে ডুবে না গিয়ে সহজেই ভেসে থাকতে পারে — যা একে বিশ্বের একটি অনন্য পর্যটন আকর্ষণে পরিণত করেছে।

1.3.4 ক্যারিবিয়ান সাগর ও বঙ্গোপসাগর

ক্যারিবিয়ান সাগর মধ্য আমেরিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার উত্তরাংশের মধ্যবর্তী একটি সাগর, যার মধ্যে কিউবা, জ্যামাইকা, হাইতিসহ অসংখ্য দ্বীপ অবস্থিত — এই দ্বীপগুলোকে সম্মিলিতভাবে "পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ" (West Indies)ও বলা হয়। কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কারের সময় এই দ্বীপগুলোকে ভুলবশত ভারতবর্ষের অংশ মনে করেছিলেন বলেই এই নামকরণ। অন্যদিকে, ভারত মহাসাগরের একটি অংশ হিসেবে বঙ্গোপসাগর (Bay of Bengal) বাংলাদেশের জন্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ — এটি বিশ্বের বৃহত্তম উপসাগর হিসেবে বিবেচিত হয়, যার তীরে বাংলাদেশ, ভারত, মিয়ানমার ও শ্রীলঙ্কা অবস্থিত।

1.3.5 অন্যান্য উল্লেখযোগ্য সাগর

বাল্টিক সাগর উত্তর ইউরোপের দেশগুলো (সুইডেন, ফিনল্যান্ড, জার্মানি, পোল্যান্ডসহ) দ্বারা বেষ্টিত। দক্ষিণ চীন সাগর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার একটি কৌশলগতভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জলাশয়, যেখানে চীন ও প্রতিবেশী কয়েকটি দেশের মধ্যে সীমানা নিয়ে দীর্ঘদিনের বিরোধ চলমান। আরব সাগর ভারত মহাসাগরের একটি অংশ, যা ভারতের পশ্চিম উপকূল ও আরব উপদ্বীপের মধ্যবর্তী।

আন্তর্মহাসাগরীয় সংযোগ: প্রণালী ও কৃত্রিম খাল

1.4 বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ প্রণালী (Straits)

দুটি সাগর বা মহাসাগরের মধ্যবর্তী সংকীর্ণ প্রাকৃতিক জলপথকে "প্রণালী" (strait) বলা হয়। এই প্রণালীগুলো প্রায়শই দুটি মহাদেশ বা দুটি দেশের মধ্যকার ভৌগোলিক সীমানাও নির্ধারণ করে, এবং বিশ্ব বাণিজ্যের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও কৌশলগত পথ হিসেবে কাজ করে।

1.4.1 জিব্রাল্টার প্রণালী (Strait of Gibraltar)

স্পেন (ইউরোপ) ও মরক্কো (আফ্রিকা)-এর মধ্যবর্তী এই প্রণালী ভূমধ্যসাগর ও আটলান্টিক মহাসাগরকে সংযুক্ত করেছে, এবং একইসাথে ইউরোপ ও আফ্রিকা মহাদেশ দুটিকে পৃথক করেছে। এর প্রশস্ততা সবচেয়ে সংকীর্ণ স্থানে মাত্র প্রায় 13 কিলোমিটার — অর্থাৎ আবহাওয়া পরিষ্কার থাকলে এক তীর থেকে অন্য তীর খালি চোখেই দেখা সম্ভব।

1.4.2 বেরিং প্রণালী (Bering Strait)

রাশিয়া (এশিয়া) ও যুক্তরাষ্ট্রের আলাস্কা (উত্তর আমেরিকা)-এর মধ্যবর্তী এই প্রণালী এশিয়া ও উত্তর আমেরিকা মহাদেশ দুটিকে পৃথক করেছে, এবং প্রশান্ত মহাসাগরের বেরিং সাগরকে সুমেরু মহাসাগরের চুকচি সাগরের সাথে যুক্ত করেছে।

চাকরি বাংলা

1.4.3 মালাক্কা প্রণালী (Strait of Malacca)

মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রা দ্বীপের মধ্যবর্তী এই প্রণালী ভারত মহাসাগরকে দক্ষিণ চীন সাগরের (প্রশান্ত মহাসাগর) সাথে যুক্ত করেছে। মধ্যপ্রাচ্য থেকে চীন, জাপান ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াগামী তেল ও পণ্যবাহী জাহাজের সবচেয়ে ব্যস্ত ও সংক্ষিপ্ততম পথ হওয়ায় একে বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যস্ততম নৌ-বাণিজ্য প্রণালী হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

1.4.4 হরমুজ প্রণালী (Strait of Hormuz)

ইরান ও ওমানের মধ্যবর্তী এই প্রণালী পারস্য উপসাগরকে ওমান উপসাগরের (এবং পরবর্তীতে আরব সাগরের) সাথে যুক্ত করেছে। বিশ্বের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ অপরিশোধিত তেল এই সরু প্রণালী দিয়েই পরিবাহিত হয় বলে একে বিশ্ব জ্বালানি বাণিজ্যের সবচেয়ে স্পর্শকাতর ও কৌশলগত "চোকপয়েন্ট" (chokepoint) হিসেবে গণ্য করা হয় — মধ্যপ্রাচ্যে যেকোনো উত্তেজনার সময় এই প্রণালী বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে বারবার আলোচিত হয়।

1.4.5 বসফরাস প্রণালী (Bosphorus Strait)

তুরস্কের সবচেয়ে বড় শহর ইস্তাম্বুলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত এই প্রণালী কৃষ্ণ সাগরকে মারমারা সাগরের সাথে যুক্ত করেছে (যা পরে দার্দানেলিস প্রণালী হয়ে ভূমধ্যসাগরে পৌঁছায়)। ইস্তাম্বুল শহরটি এমনভাবে অবস্থিত যে এর একাংশ ইউরোপে ও অন্য অংশ এশিয়ায় পড়ে — অর্থাৎ বসফরাস প্রণালী তুরস্কের ইউরোপীয় ও এশীয় অংশকে পৃথক করে, যা এটিকে বিশ্বের এক বিরল ও গুরুত্বপূর্ণ ভৌগোলিক অবস্থান দিয়েছে।

1.4.6 ডোভার প্রণালী (Strait of Dover)

ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের মধ্যবর্তী ইংলিশ চ্যানেলের সবচেয়ে সংকীর্ণ অংশ হলো ডোভার প্রণালী, যার প্রশস্ততা মাত্র প্রায় 33 কিলোমিটার। এই প্রণালী ইংলিশ চ্যানেলকে উত্তর সাগরের সাথে যুক্ত করেছে, এবং এর নিচ দিয়েই নির্মিত হয়েছে বিখ্যাত "চ্যানেল টানেল" (ইউরোটানেল), যা রেলপথে যুক্তরাজ্য ও মহাদেশীয় ইউরোপকে সরাসরি সংযুক্ত করেছে।

নিচের সারণিতে বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ প্রণালীগুলোর একটি দ্রুত-রিভিশন তালিকা দেওয়া হলো।

প্রণালী	কোন দুই স্থলভাগের মধ্যে	কোন দুই জলাশয় যুক্ত	বিশেষ পরিচিতি
জিব্রাল্টার	স্পেন (ইউরোপ) — মরক্কো (আফ্রিকা)	ভূমধ্যসাগর — আটলান্টিক	ইউরোপ-আফ্রিকা বিভাজক
বেরিং	রাশিয়া (এশিয়া) — আলাস্কা (উ. আমেরিকা)	বেরিং সাগর — চুকচি সাগর	এশিয়া-উ. আমেরিকা বিভাজক
মালাক্কা	মালয়েশিয়া — ইন্দোনেশিয়া (সুমাত্রা)	ভারত মহাসাগর — দ. চীন সাগর	বিশ্বের ব্যস্ততম বাণিজ্য-প্রণালী
হরমুজ	ইরান — ওমান	পারস্য উপসাগর — ওমান উপসাগর	বিশ্বের প্রধান তেল-চোকপয়েন্ট
বসফরাস	তুরস্ক (ইউরোপ অংশ — এশিয়া অংশ)	কৃষ্ণ সাগর — মারমারা সাগর	ইস্তাম্বুল শহরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত
ডোভার	ইংল্যান্ড — ফ্রান্স	ইংলিশ চ্যানেল — উত্তর সাগর	ইংলিশ চ্যানেলের সংকীর্ণতম অংশ

চাকরি বাংলা
সরকারি ও বেসরকারি চাকরির প্রস্তুতি

1.5 কৃত্রিম জলপথ: পানামা ও সুয়েজ খাল

প্রকৃতির তৈরি প্রণালীর পাশাপাশি, মানুষ নিজেও কেটে তৈরি করেছে দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কৃত্রিম জলপথ, যা বিশ্ব বাণিজ্যের ধরনই বদলে দিয়েছে — এই দুটি প্রায় প্রতিটি পরীক্ষাতেই আলাদাভাবে জিজ্ঞাসিত হয়।

পানামা খাল বনাম সুয়েজ খাল

পানামা খাল: মধ্য আমেরিকার পানামা দেশের সংকীর্ণ স্থলভাগ কেটে নির্মিত এই খাল আটলান্টিক মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরকে সরাসরি যুক্ত করেছে। দৈর্ঘ্য প্রায় 82 কিলোমিটার, এবং এটি 1914 সালে যান চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করা হয়। এই খাল নির্মাণের ফলে জাহাজগুলোকে দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণ প্রান্ত (কেপ হর্ন) ঘুরে যাওয়ার প্রয়োজন আর হয় না, যা হাজার হাজার কিলোমিটার ও বহু দিনের ভ্রমণ সময় বাঁচায়।

সুয়েজ খাল: মিসরে অবস্থিত এই খাল ভূমধ্যসাগর ও লোহিত সাগরকে যুক্ত করেছে, এবং একইসাথে এটি আফ্রিকা ও এশিয়া মহাদেশের প্রথাগত সীমানাও নির্ধারণ করে। এটি 1869 সালে উদ্বোধন করা হয় — পানামা খালের চেয়েও প্রায় অর্ধশতাব্দী পুরনো। সুয়েজ খালের ফলে ইউরোপ থেকে এশিয়াগামী জাহাজকে আফ্রিকা মহাদেশের দক্ষিণ প্রান্ত (উত্তমাশা অন্তরীপ) ঘুরে যাওয়ার প্রয়োজন হয় না।

⚠ সাধারণ ভুল

পানামা খাল ও সুয়েজ খাল প্রায়ই একে অপরের সাথে গুলিয়ে ফেলা হয়। মনে রাখার সহজ উপায়: **"P" for Pacific** — পানামা (Panama) খাল প্রশান্ত (Pacific) মহাসাগরের সাথে সম্পর্কিত এবং আমেরিকা মহাদেশে অবস্থিত; আর সুয়েজ (Suez) খাল আফ্রিকা-এশিয়ায় অবস্থিত এবং লোহিত সাগরের সাথে সম্পর্কিত।

ভূপ্রকৃতি: মরুভূমি, পর্বতমালা ও নদী

1.6 বিশ্বের প্রধান মরুভূমি

মরুভূমি বলতে সাধারণত বোঝানো হয় এমন অঞ্চল, যেখানে বার্ষিক বৃষ্টিপাত অত্যন্ত কম (সাধারণত 250 মিলিমিটারের কম) — লক্ষণীয় বিষয় হলো, এই সংজ্ঞা অনুযায়ী মরুভূমি মানেই যে তা উষ্ণ ও বালুময় হতে হবে, এমন নয়; অত্যন্ত ঠান্ডা অঞ্চলও মরুভূমি হিসেবে গণ্য হতে পারে, যদি সেখানে বৃষ্টি/তুষারপাত যথেষ্ট কম হয়।

⚠ সাধারণ ভুল: বিশ্বের বৃহত্তম মরুভূমি আসলে কোনটি

বেশিরভাগ মানুষ মনে করেন সাহারা মরুভূমি বিশ্বের বৃহত্তম মরুভূমি — এই ধারণাটি আংশিক সত্য। সাহারা প্রকৃতপক্ষে বিশ্বের বৃহত্তম **উষ্ণ মরুভূমি** (hot desert), আয়তনে প্রায় 9.2 মিলিয়ন বর্গকিলোমিটার। কিন্তু বৃষ্টিপাতের সংজ্ঞা অনুযায়ী সামগ্রিকভাবে বিশ্বের বৃহত্তম মরুভূমি হলো **অ্যান্টার্কটিকা** (প্রায় 14 মিলিয়ন বর্গ কিলোমিটার) — কারণ এখানে বৃষ্টিপাত বা তুষারপাত অত্যন্ত সামান্য, যদিও এটি বরফাচ্ছাদিত। তাই "বিশ্বের বৃহত্তম মরুভূমি" প্রশ্নে সবসময় প্রশ্নে "উষ্ণ" শব্দটি উল্লেখ আছে কি না তা লক্ষ করতে হবে।

1.6.1 অন্যান্য উল্লেখযোগ্য মরুভূমি

গোবি মরুভূমি মঙ্গোলিয়া ও চীনে বিস্তৃত একটি শীতল মরুভূমি — এশিয়ার বৃহত্তম মরুভূমি হিসেবে পরিচিত। আরব মরুভূমি আরব উপদ্বীপ জুড়ে বিস্তৃত, যার মধ্যে "রুব আল খালি" (খালি চতুর্ভাগ) নামের অংশটি বিশ্বের বৃহত্তম একটানা বালুকাময় মরুভূমি হিসেবে বিবেচিত। কালাহারি মরুভূমি দক্ষিণ আফ্রিকার (বতসোয়ানা, নামিবিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা) একটি অর্ধ-শুষ্ক অঞ্চল। দক্ষিণ আমেরিকার চিলিতে অবস্থিত **আটাকামা মরুভূমি**কে বিশ্বের শুষ্কতম (অ-মেরু) মরুভূমি হিসেবে গণ্য করা হয় — এখানকার কিছু আবহাওয়া কেন্দ্রে রেকর্ড শুরুর পর থেকে কখনোই বৃষ্টিপাত পরিমাপ করা যায়নি। উপমহাদেশেও একটি উল্লেখযোগ্য মরুভূমি আছে — ভারত ও পাকিস্তানের সীমান্তে বিস্তৃত থর মরুভূমি, যাকে "গ্রেট ইন্ডিয়ান ডেজার্ট"ও বলা হয়।

মরুভূমি	অবস্থান	ধরন/পরিচিতি	আনুমানিক আয়তন
অ্যান্টার্কটিকা	অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশ	বিশ্বের বৃহত্তম মরুভূমি (শীতল)	প্রায় 14 মিলিয়ন বর্গ কিমি
সাহারা	উত্তর আফ্রিকা	বৃহত্তম উষ্ণ মরুভূমি	প্রায় 9.2 মিলিয়ন বর্গ কিমি
আরব মরুভূমি	আরব উপদ্বীপ	রুব আল খালি অংশসহ	প্রায় 2.3 মিলিয়ন বর্গ কিমি
গোবি	মঙ্গোলিয়া-চীন	এশিয়ার বৃহত্তম, শীতল মরুভূমি	প্রায় 1.3 মিলিয়ন বর্গ কিমি
কালাহারি	দক্ষিণ আফ্রিকা	অর্ধ-শুষ্ক অঞ্চল	প্রায় 0.9 মিলিয়ন বর্গ কিমি
আটাকামা	চিলি (দ. আমেরিকা)	বিশ্বের শুষ্কতম (অ-মেরু) মরুভূমি	প্রায় 0.1 মিলিয়ন বর্গ কিমি
থর	ভারত-পাকিস্তান সীমান্ত	"গ্রেট ইন্ডিয়ান ডেজার্ট"	প্রায় 0.2 মিলিয়ন বর্গ কিমি

1.7 বিশ্বের প্রধান পর্বতমালা

পৃথিবীর ভূত্বকের টেকটোনিক প্লেটগুলোর সংঘর্ষ ও চাপের ফলে সৃষ্ট বিশাল পর্বতশ্রেণিগুলো একদিকে যেমন প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের উৎস, তেমনি অনেক ক্ষেত্রে দুটি মহাদেশ বা অঞ্চলের সীমানাও নির্ধারণ করে।

1.7.1 হিমালয় পর্বতমালা

পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতমালা হিমালয় নেপাল, ভারত, ভুটান, চীন ও পাকিস্তান জুড়ে বিস্তৃত। এই পর্বতমালাতেই অবস্থিত বিশ্বের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ মাউন্ট এভারেস্ট (নেপালি নাম সাগরমাথা, তিব্বতি নাম চোমোলাংমা), যার উচ্চতা প্রায় ৪,849 মিটার। এভারেস্ট নেপাল ও চীনের (তিব্বত স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল) সীমান্তে অবস্থিত।

1.7.2 আন্দিজ পর্বতমালা

দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম উপকূল ঘেঁষে প্রায় 7,000 কিলোমিটার দীর্ঘ বিস্তৃত আন্দিজ পর্বতমালাকে বিশ্বের দীর্ঘতম স্থলভাগের (উপরিভাগের) পর্বতমালা হিসেবে গণ্য করা হয়। এই পর্বতমালার সর্বোচ্চ শৃঙ্গ আর্জেন্টিনার আকোনকাগুয়া, যা এশিয়ার বাইরে বিশ্বের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ হিসেবে পরিচিত।

ℹ মনে রাখুন

"বিশ্বের দীর্ঘতম পর্বতমালা" প্রশ্নে সতর্ক থাকতে হবে — স্থলভাগের মধ্যে দীর্ঘতম হলো আন্দিজ, কিন্তু সামগ্রিকভাবে (সমুদ্রতলের নিচের অংশসহ) বিশ্বের দীর্ঘতম পর্বতশ্রেণি হলো মধ্য-সামুদ্রিক শৈলশিরা (Mid-Ocean Ridge), যা প্রায় 65,000 কিলোমিটার দীর্ঘ এবং প্রায় সম্পূর্ণটাই সমুদ্রের নিচে অবস্থিত বলে সচরাচর আলোচনায় আসে না।

1.7.3 অন্যান্য উল্লেখযোগ্য পর্বতমালা

আল্পস পর্বতমালা মধ্য ইউরোপ জুড়ে বিস্তৃত (ফ্রান্স, সুইজারল্যান্ড, ইতালি, অস্ট্রিয়াসহ), যার সর্বোচ্চ শৃঙ্গ মঁ ব্লাঁ (ফ্রান্স-ইতালি সীমান্ত)। রকি পর্বতমালা উত্তর আমেরিকার (যুক্তরাষ্ট্র-কানাডা) পশ্চিমাংশ জুড়ে বিস্তৃত। পূর্বেই আলোচিত উরাল পর্বতমালা ইউরোপ ও এশিয়ার প্রথাগত সীমানা নির্ধারণ করে। আফ্রিকার উত্তর-পশ্চিমাংশে (মরক্কো, আলজেরিয়া, তিউনিসিয়া) বিস্তৃত অ্যাটলাস পর্বতমালাও পরীক্ষায় মাঝেমধ্যে আলোচিত হয়।

সরকারি ও বেসরকারি চাকরির প্রস্তুতি

পর্বতমালা	অবস্থান	সর্বোচ্চ শৃঙ্গ	বিশেষত্ব
হিমালয়	নেপাল-ভারত-ভুটান-চীন-পাকিস্তান	মাউন্ট এভারেস্ট (8,849 মি)	বিশ্বের সর্বোচ্চ পর্বতমালা
আন্দিজ	দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম উপকূল	আকোনকাগুয়া	বিশ্বের দীর্ঘতম স্থলভাগের পর্বতমালা
আল্পস	মধ্য ইউরোপ	মঁ ব্লাঁ	ইউরোপের সর্বোচ্চ পর্বতমালা
রকি	উত্তর আমেরিকা (যুক্তরাষ্ট্র-কানাডা)	মাউন্ট এলবার্ট	উত্তর আমেরিকার মেরুদণ্ড
উরাল	রাশিয়া	নারোদনায়া	ইউরোপ-এশিয়ার সীমানা
অ্যাটলাস	উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকা	তুবকাল	আফ্রিকার উত্তর প্রান্ত

1.8 বিশ্বের প্রধান নদী

নদী মানব সভ্যতার আদি উৎস — বিশ্বের প্রায় প্রতিটি প্রাচীন সভ্যতাই কোনো না কোনো বড় নদীর তীরে গড়ে উঠেছিল। পরীক্ষায় সাধারণত "দৈর্ঘ্যে বৃহত্তম" ও "পানির প্রবাহে/আয়তনে বৃহত্তম" — এই দুই ধরনের প্রশ্নই আসে, এবং দুটির উত্তর ভিন্ন হওয়ায় এই পার্থক্যটি স্পষ্টভাবে বোঝা জরুরি।

⚠ সাধারণ ভুল: নীল নদ বনাম আমাজন নদী

"বিশ্বের দীর্ঘতম নদী কোনটি" — এই প্রশ্নে প্রচলিত ও পরীক্ষায় সর্বাধিক গৃহীত উত্তর হলো আফ্রিকার **নীল নদ** (দৈর্ঘ্য প্রায় 6,650 কিলোমিটার), যা মিসর, সুদান, ইথিওপিয়াসহ একাধিক দেশ অতিক্রম করে ভূমধ্যসাগরে পতিত হয়েছে। তবে দক্ষিণ আমেরিকার **আমাজন নদী**কে পানির প্রবাহ/আয়তনের (discharge) বিচারে বিশ্বের নিঃসন্দেহে বৃহত্তম নদী হিসেবে গণ্য করা হয় — বিশ্বের মোট নদীপ্রবাহিত পানির প্রায় এক-পঞ্চমাংশ একাই বহন করে আমাজন। সাম্প্রতিক কিছু জরিপে আমাজনের দৈর্ঘ্য নিয়েও নতুন দাবি উঠেছে, তবে প্রচলিত ও পরীক্ষায় সবচেয়ে গৃহীত উত্তর অনুযায়ী নীল নদই দৈর্ঘ্যে শীর্ষে থাকে। তাই প্রশ্নে "দৈর্ঘ্য" নাকি "প্রবাহ/আয়তন" জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, তা মনোযোগ দিয়ে লক্ষ করতে হবে।

1.8.1 অন্যান্য উল্লেখযোগ্য নদী

এশিয়া মহাদেশের দীর্ঘতম নদী চীনের ইয়াংৎসি নদী (দৈর্ঘ্য প্রায় 6,300 কিলোমিটার), যা এশিয়ার মধ্যে দীর্ঘতম হলেও বৈশ্বিক তালিকায় নীল ও আমাজনের পরই অবস্থান করে। উত্তর আমেরিকার দীর্ঘতম নদী-ব্যবস্থা মিসিসিপি-মিসৌরি, যা যুক্তরাষ্ট্রের একটি বিশাল অংশ জুড়ে প্রবাহিত। ইউরোপের দীর্ঘতম নদী রাশিয়ার ভলগা নদী, আর ইউরোপের সবচেয়ে বেশি দেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত নদী দানিয়ুব, যা প্রায় দশটি দেশ অতিক্রম করে।

নদী	মহাদেশ	আনুমানিক দৈর্ঘ্য	বিশেষত্ব
নীল নদ	আফ্রিকা	6,650 কিমি	দৈর্ঘ্যে বিশ্বের বৃহত্তম নদী (প্রচলিত মত)
আমাজন	দক্ষিণ আমেরিকা	প্রায় 6,400 কিমি	পানির প্রবাহ/আয়তনে বিশ্বের বৃহত্তম নদী
ইয়াংৎসি	এশিয়া (চীন)	প্রায় 6,300 কিমি	এশিয়ার দীর্ঘতম নদী
মিসিসিপি-মিসৌরি	উত্তর আমেরিকা	প্রায় 6,275 কিমি	উত্তর আমেরিকার দীর্ঘতম নদী-ব্যবস্থা
ভলগা	ইউরোপ (রাশিয়া)	প্রায় 3,530 কিমি	ইউরোপের দীর্ঘতম নদী
দানিয়ুব	ইউরোপ (বহু দেশ)	প্রায় 2,850 কিমি	সর্বাধিক দেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত ইউরোপীয় নদী

চাকরি বাংলা
সরকারি ও বেসরকারি চাকরির প্রস্তুতি

1.9 উল্লেখযোগ্য দ্বীপ ও দ্বীপপুঞ্জ

মহাদেশের অংশ নয়, কিন্তু চারদিকে পানি দ্বারা বেষ্টিত এমন স্থলভাগকে "দ্বীপ" বলা হয়। আয়তনের বিচারে বিশ্বের বৃহত্তম দ্বীপগুলোর তালিকা পরীক্ষায় প্রায়ই জিজ্ঞাসিত হয়।

▦ সূত্র: গ্রিনল্যান্ড — বিশ্বের বৃহত্তম দ্বীপ

উত্তর আমেরিকার উত্তর-পূর্বে অবস্থিত **গ্রিনল্যান্ড** আয়তনে (প্রায় 2.16 মিলিয়ন বর্গ কিলোমিটার) বিশ্বের বৃহত্তম দ্বীপ — উল্লেখ্য, অস্ট্রেলিয়াকে দ্বীপ নয়, বরং একটি স্বতন্ত্র মহাদেশ হিসেবে গণ্য করা হয় বলেই এটি এই তালিকায় স্থান পায়নি। ভৌগোলিকভাবে উত্তর আমেরিকার অংশ হলেও গ্রিনল্যান্ড রাজনৈতিকভাবে ইউরোপের দেশ ডেনমার্কের একটি স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল।

গ্রিনল্যান্ডের পরে যথাক্রমে দ্বিতীয় বৃহত্তম দ্বীপ নিউগিনি (ইন্দোনেশিয়া ও পাপুয়া নিউগিনির মধ্যে বিভক্ত), তৃতীয় বোর্নিও (ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও ব্রুনাইয়ের মধ্যে বিভক্ত), এবং চতুর্থ মাদাগাস্কার (আফ্রিকার দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলে অবস্থিত, স্বাধীন দ্বীপরাষ্ট্র, যা তার অনন্য জীববৈচিত্র্যের জন্য বিখ্যাত)।

প্রশান্ত মহাসাগরের মেলানেশিয়া অঞ্চলে অবস্থিত সলোমন দ্বীপপুঞ্জও একটি উল্লেখযোগ্য দ্বীপরাষ্ট্র, যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় একটি গুরুত্বপূর্ণ রণাঙ্গন হিসেবেও ইতিহাসে পরিচিত। পূর্বেই আলোচিত ক্যারিবিয়ান সাগরের পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ (কিউবা, জ্যামাইকা, হাইতিসহ) নিয়েও পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে।

ক্রম	দ্বীপ	অবস্থান/অন্তর্ভুক্তি	আনুমানিক আয়তন
1	গ্রিনল্যান্ড	ডেনমার্কের স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল	2.16 মিলিয়ন বর্গ কিমি
2	নিউগিনি	ইন্দোনেশিয়া & পাপুয়া নিউগিনি	0.79 মিলিয়ন বর্গ কিমি
3	বোর্নিও	ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ব্রুনাই	0.75 মিলিয়ন বর্গ কিমি
4	মাদাগাস্কার	স্বাধীন দ্বীপরাষ্ট্র (আফ্রিকা)	0.59 মিলিয়ন বর্গ কিমি

চাকরি বাংলা

প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও ভূতাত্ত্বিক কার্যক্রম

1.10 টেকটোনিক প্লেট, রিং অব ফায়ার ও ভূমিকম্প-সুনামি

পৃথিবীর ভূত্বক কতগুলো বিশাল "টেকটোনিক প্লেট"-এ বিভক্ত, যেগুলো অত্যন্ত ধীরগতিতে একে অপরের সাপেক্ষে সরে যাচ্ছে। এই প্লেটগুলোর সীমানায়, বিশেষত যেখানে দুটি প্লেট একে অপরের সাথে সংঘর্ষ বা ঘর্ষণে লিপ্ত হয়, সেখানে ভূমিকম্প ও আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি থাকে।

✔ রিং অব ফায়ার

প্রশান্ত মহাসাগরকে ঘিরে থাকা একটি ঘোড়ার নালের আকৃতির বিশাল অঞ্চলকে "রিং অব ফায়ার" (Pacific Ring of Fire) বলা হয়, যেখানে বিশ্বের প্রায় 75% সক্রিয় আগ্নেয়গিরি এবং প্রায় 90% ভূমিকম্প সংঘটিত হয়। জাপান, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন, নিউজিল্যান্ড এবং আমেরিকার পশ্চিম উপকূল এই রিং অব ফায়ারের অন্তর্ভুক্ত। জাপান ঠিক এই রিং অব ফায়ারের উপর অবস্থিত হওয়ায় দেশটি বিশ্বের সবচেয়ে বেশি ভূমিকম্পপ্রবণ দেশগুলোর একটি — বছরে সেখানে প্রায় 1,500টি অনুভূত ভূমিকম্প ঘটে থাকে।

সুনামি হলো সমুদ্রের গভীরে সৃষ্ট অস্বাভাবিক বিশাল জলতরঙ্গ, যার প্রধান কারণ সমুদ্র তলদেশে সংঘটিত শক্তিশালী ভূমিকম্প (টেকটোনিক প্লেটের আকস্মিক স্থানচ্যুতি) — যদিও কদাচিৎ সমুদ্রতলে ভূমিধস বা আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতও সুনামির কারণ হতে পারে। 2004 সালের ভারত মহাসাগর সুনামি (ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রা উপকূলে ভূমিকম্পের ফলে সৃষ্ট) ইতিহাসের অন্যতম ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ হিসেবে চিহ্নিত, যাতে একাধিক দেশে লক্ষাধিক মানুষের প্রাণহানি ঘটে।

পরীক্ষার জন্য দ্রুত রিভিশন

1.11 বিশ্ব ভূগোলের সেরা তালিকা (Superlatives): একনজরে

নিচের সারণিতে বিশ্ব ভূগোলের সবচেয়ে বেশি জিজ্ঞাসিত "সেরা" তথ্যগুলো একত্রে দেওয়া হলো, যাতে পরীক্ষার ঠিক আগে দ্রুত চোখ বুলিয়ে নেওয়া যায়।

বিভাগ	উত্তর
বৃহত্তম মহাদেশ (আয়তন & জনসংখ্যা)	এশিয়া
ক্ষুদ্রতম মহাদেশ (আয়তন & জনসংখ্যা)	অস্ট্রেলিয়া/ওশেনিয়া
বৃহত্তম মহাসাগর	প্রশান্ত মহাসাগর
ক্ষুদ্রতম মহাসাগর	সুমেরু/আর্কটিক মহাসাগর
সর্বোচ্চ শৃঙ্গ	মাউন্ট এভারেস্ট (প্রায় 8,849 মি)
সমুদ্রের সর্বোচ্চ গভীরতা	মারিয়ানা খাত, প্রশান্ত মহাসাগর (প্রায় 10,900+ মি)
দৈর্ঘ্যে বৃহত্তম নদী	নীল নদ (প্রচলিত মত)
প্রবাহে/আয়তনে বৃহত্তম নদী	আমাজন নদী
বৃহত্তম উষ্ণ মরুভূমি	সাহারা মরুভূমি
আয়তনে বৃহত্তম মরুভূমি (সামগ্রিক)	অ্যান্টার্কটিকা
বৃহত্তম হ্রদ/অন্তর্দেশীয় জলাশয়	কাস্পিয়ান সাগর
আয়তনে বৃহত্তম মিঠাপানির হ্রদ	লেক সুপিরিয়র (উত্তর আমেরিকা)
গভীরতম হ্রদ	লেক বৈকাল (রাশিয়া)
সর্বোচ্চ জলপ্রপাত	অ্যাঞ্জেল জলপ্রপাত (ভেনেজুয়েলা, প্রায় 979 মি)
বৃহত্তম দ্বীপ	গ্রিনল্যান্ড
পৃথিবীর সর্বনিম্ন বিন্দু (স্থলভাগ)	মৃত সাগর (প্রায় 430 মি সমুদ্রপৃষ্ঠের নিচে)
শুষ্কতম (অ-মেরু) স্থান	আটাকামা মরুভূমি, চিলি
সর্বাধিক গড় বৃষ্টিপাতের স্থান	মওসিনরাম, মেঘালয়, ভারত
বৃহত্তম উপসাগর	বঙ্গোপসাগর
বৃহত্তম দ্বীপপুঞ্জ রাষ্ট্র (আর্কিপেলাগো)	ইন্দোনেশিয়া

চাকরি বাংলা
সরকারি ও বেসরকারি চাকরির প্রস্তুতি

1.12 সংক্ষিপ্ত পুনরালোচনা ও সাধারণ বিভ্রান্তি

⚠ সবচেয়ে বেশি গুলিয়ে ফেলা তথ্যগুলো একনজরে

- **নীল নদ (দৈর্ঘ্যে সেরা) বনাম আমাজন (প্রবাহে/আয়তনে সেরা)** — প্রশ্নে কোন মাপকাঠি জিজ্ঞাসা করা হয়েছে তা লক্ষ করুন।
- **সাহারা (বৃহত্তম উষ্ণ মরুভূমি) বনাম অ্যান্টার্কটিকা (সামগ্রিকভাবে বৃহত্তম মরুভূমি)** — "উষ্ণ" শব্দটি আছে কি না তা লক্ষ করুন।
- **কাস্পিয়ান "সাগর" আসলে একটি হ্রদ** — নামের মধ্যে "সাগর" থাকলেও ভৌগোলিকভাবে এটি স্থলবেষ্টিত হ্রদ।
- **অস্ট্রেলিয়া দেশ বনাম অস্ট্রেলিয়া/ওশেনিয়া মহাদেশ** — একটি দেশ, অন্যটি বৃহত্তর মহাদেশীয় ধারণা।
- **পানামা খাল (আমেরিকা, প্রশান্ত-আটলান্টিক) বনাম সুয়েজ খাল (আফ্রিকা-এশিয়া, ভূমধ্য-লোহিত সাগর)।**
- **চার মহাসাগর বনাম পাঁচ মহাসাগর** — 2021 সাল থেকে দক্ষিণ মহাসাগরকে পঞ্চম মহাসাগর হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে।

ℹ নিজে যাচাই করুন

অনুশীলনীতে যাওয়ার আগে নিজেকে প্রশ্ন করুন —

- সাতটি মহাদেশের নাম আয়তনের ক্রম অনুযায়ী বলতে পারছেন কি?

- পাঁচটি মহাসাগরের নাম ও তাদের আপেক্ষিক আকার মনে আছে কি?
- জিব্রাল্টার, বেরিং, মালাক্কা, হরমুজ, বসফরাস ও ডোভার প্রণালী কোন কোন স্থলভাগ/জলাশয় সংযুক্ত করে তা আলাদা করে বলতে পারছেন কি?
- নীল-আমাজন এবং সাহারা-অ্যান্টার্কটিকার মধ্যকার সূক্ষ্ম পার্থক্যগুলো স্পষ্ট আছে কি?

যদি কোনো প্রশ্নের উত্তর "না" হয়, সংশ্লিষ্ট অংশটি আবার পড়ে তারপর অনুশীলনীতে যাওয়া ভালো।

1.13 অনুশীলনী

নিচে বিভিন্ন প্রকৃত নিয়োগ পরীক্ষায় আগত বিশ্ব ভূগোল সংক্রান্ত প্রশ্ন ব্যাখ্যাসহ দেওয়া হলো, সাথে কিছু নতুন প্রণয়নকৃত প্রশ্নও যুক্ত করা হয়েছে যাতে সিলেবাসের প্রতিটি অংশ ভালোভাবে কভার হয়। নিজে সমাধান করার চেষ্টা করার পর উত্তর ও ব্যাখ্যা মিলিয়ে দেখুন।

1. ক্ষুদ্রতম মহাদেশ:

(ক) অস্ট্রেলিয়া (খ) ইউরোপ (গ) আফ্রিকা (ঘ) দক্ষিণ আমেরিকা

উত্তর: (ক) অস্ট্রেলিয়া

ব্যাখ্যা: আয়তন এবং জনসংখ্যা উভয় দিক থেকেই পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম মহাদেশ হলো ওশেনিয়া, যা সাধারণত অস্ট্রেলিয়া মহাদেশ নামেই পরিচিত।

[45তম বিসিএস]

2. বিশ্বের বৃহত্তম মহাদেশ কোনটি?

(ক) আফ্রিকা (খ) এশিয়া (গ) ইউরোপ (ঘ) উত্তর আমেরিকা

উত্তর: (খ) এশিয়া

ব্যাখ্যা: আয়তন ও জনসংখ্যা উভয় দিক থেকেই এশিয়া বিশ্বের বৃহত্তম মহাদেশ, যার আয়তন প্রায় 4 কোটি 45 লক্ষ বর্গ কিলোমিটার (পৃথিবীর মোট স্থলভাগের প্রায় 30%) এবং বিশ্বের প্রায় 60% মানুষ এই মহাদেশে বসবাস করে।

[ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ ফিল্ড অফিসার 2022]

3. পৃথিবীর Super Continent কী নামে পরিচিত?

(ক) প্যানজিয়া (খ) প্যারাশিয়া (গ) পেলিওজয়িক (ঘ) মেসোজোয়িক

উত্তর: (ক) প্যানজিয়া

ব্যাখ্যা: ভূতাত্ত্বিক ইতিহাসে সকল মহাদেশ একত্রে যুক্ত থাকা বিশাল ভূখণ্ডকে প্যানজিয়া (Pangaea) নামে অভিহিত করা হয়।

[15তম বিজেএস (বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস) প্রিলিমিনারি]

4. North America shares boundary with Pacific Ocean from -

(ক) south (খ) West (গ) North (ঘ) East

উত্তর: (খ) West

ব্যাখ্যা: উত্তর আমেরিকা মহাদেশের পশ্চিম দিকে প্রশান্ত মহাসাগরের সীমানা রয়েছে; পূর্ব দিকে রয়েছে আটলান্টিক মহাসাগর।

[বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন অফিসার 2017]

5. ইউরোপ ও এশিয়া মহাদেশের প্রথাগত সীমানা নির্ধারণকারী পর্বতমালা কোনটি?

(ক) আল্পস (খ) উরাল (গ) আন্দিজ (ঘ) রকি

উত্তর: (খ) উরাল

ব্যাখ্যা: রাশিয়ার উরাল পর্বতমালা ও উরাল নদী ইউরোপ ও এশিয়া মহাদেশের প্রথাগত সীমানা হিসেবে বিবেচিত, যা পরে কাস্পিয়ান সাগর ও ককেশাস পর্বতমালা হয়ে বসফরাস প্রণালী পর্যন্ত বিস্তৃত।

[চাকরি বাংলা অনুশীলনী]

6. সুয়েজ খাল কোন দুই মহাদেশের প্রথাগত সীমানা নির্ধারণ করে এবং কোন দুই জলাশয়কে যুক্ত করেছে?

(ক) এশিয়া-ইউরোপ; কৃষ্ণ সাগর-ভূমধ্যসাগর (খ) আফ্রিকা-এশিয়া; ভূমধ্যসাগর-লোহিত সাগর (গ) আফ্রিকা-ইউরোপ; আটলান্টিক-ভূমধ্যসাগর (ঘ) উত্তর আমেরিকা-দক্ষিণ আমেরিকা; প্রশান্ত-আটলান্টিক

উত্তর: (খ) আফ্রিকা-এশিয়া; ভূমধ্যসাগর-লোহিত সাগর

ব্যাখ্যা: মিসরে অবস্থিত সুয়েজ খাল আফ্রিকা ও এশিয়া মহাদেশের প্রথাগত সীমানা নির্ধারণ করে এবং ভূমধ্যসাগর ও লোহিত সাগরকে সরাসরি যুক্ত করেছে। এটি 1869 সালে উদ্বোধন করা হয়েছিল।

[চাকরি বাংলা অনুশীলনী]

7. দ্বিতীয় বৃহত্তম মহাসাগর-

ক) ভারত মহাসাগর খ) দক্ষিণ মহাসাগর গ) আরব সাগর ঘ) আটলান্টিক মহাসাগর

উত্তর: ঘ) আটলান্টিক মহাসাগর

ব্যাখ্যা: আয়তনে বৃহত্তম প্রশান্ত মহাসাগরের পর দ্বিতীয় বৃহত্তম মহাসাগর আটলান্টিক মহাসাগর।

[প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা 2012 (যমুনা)]

8. বিশ্বের ক্ষুদ্রতম মহাসাগর কোনটি?

(ক) ভারত মহাসাগর (খ) দক্ষিণ মহাসাগর (গ) সুমেরু/আর্কটিক মহাসাগর (ঘ) আটলান্টিক মহাসাগর

উত্তর: (গ) সুমেরু/আর্কটিক মহাসাগর

ব্যাখ্যা: উত্তর মেরুকে ঘিরে অবস্থিত সুমেরু বা আর্কটিক মহাসাগর আয়তনে (প্রায় 14.1 মিলিয়ন বর্গ কিমি) বিশ্বের পাঁচটি মহাসাগরের মধ্যে সবচেয়ে ছোট।

[চাকরি বাংলা অনুশীলনী]

9. বিশ্বের পঞ্চম মহাসাগর হিসেবে সাম্প্রতিক সময়ে (2021)

কোনটিকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে?

(ক) ভারত মহাসাগর (খ) দক্ষিণ/অ্যান্টার্কটিক মহাসাগর (গ) বাল্টিক মহাসাগর (ঘ) ক্যারিবিয়ান মহাসাগর

উত্তর: (খ) দক্ষিণ/অ্যান্টার্কটিক মহাসাগর

ব্যাখ্যা: 2021 সালের জুন মাসে ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক সোসাইটি অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশকে ঘিরে থাকা জলরাশিকে পঞ্চম মহাসাগর "দক্ষিণ মহাসাগর" হিসেবে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেয়।

[চাকরি বাংলা অনুশীলনী]

10. পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের অবস্থান কোথায়?

(ক) ক্যারিবিয়ান সাগর (খ) ভারত মহাসাগর (গ) ভূমধ্যসাগর (ঘ) কৃষ্ণ সাগর

উত্তর: (ক) ক্যারিবিয়ান সাগর

ব্যাখ্যা: পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ (West Indies) ক্যারিবিয়ান সাগরে অবস্থিত, যার মধ্যে কিউবা, জ্যামাইকা, হাইতি, বাহামা প্রভৃতি দেশ অন্তর্ভুক্ত। কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কারের সময় এই দ্বীপগুলোকে ভারতবর্ষের অংশ মনে করেছিলেন বলে এদের 'ওয়েস্ট ইন্ডিজ' নামকরণ করা হয়।

[ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ ফিল্ড অফিসার 2022]

11. কুয়েত কোন সাগরের তীরে অবস্থিত?

ক) বঙ্গোপসাগর খ) ভারত মহাসাগর গ) পারস্য উপসাগর ঘ) আরব সাগর

উত্তর: গ) পারস্য উপসাগর

ব্যাখ্যা: কুয়েত পারস্য উপসাগরের উত্তর-পশ্চিম তীরে অবস্থিত।

[প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা 2012 (কর্ণফুলী)]

12. আয়তনের বিচারে বিশ্বের বৃহত্তম হ্রদ/অন্তর্দেশীয় জলাশয় কোনটি?

(ক) লেক সুপিরিয়র (খ) কাস্পিয়ান সাগর (গ) লেক বৈকাল (ঘ) ভিক্টোরিয়া হ্রদ

উত্তর: (খ) কাস্পিয়ান সাগর

ব্যাখ্যা: নামে "সাগর" থাকলেও চারদিক স্থলবেষ্টিত হওয়ায় কাস্পিয়ান সাগর প্রকৃতপক্ষে একটি হ্রদ, এবং আয়তনে এটিই বিশ্বের বৃহত্তম হ্রদ। রাশিয়া, কাজাখস্তান, তুর্কমেনিস্তান, ইরান ও আজারবাইজান এর তীরবর্তী দেশ।

[চাকরি বাংলা অনুশীলনী]

13. পৃথিবীর স্থলভাগের সর্বনিম্ন বিন্দু (সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে সর্বাধিক নিচে) কোনটি?

(ক) কাস্পিয়ান সাগর (খ) মৃত সাগর (গ) মারিয়ানা খাত (ঘ) গ্যালিলি হ্রদ

উত্তর: (খ) মৃত সাগর

ব্যাখ্যা: জর্ডান ও ইসরায়েল-ফিলিস্তিনের মধ্যবর্তী মৃত সাগর সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় 430 মিটার নিচে অবস্থিত, যা পৃথিবীর স্থলভাগের সর্বনিম্ন বিন্দু। এর অত্যধিক লবণাক্ততার কারণে এখানে মাছ বাঁচতে পারে না, তবে মানুষ সহজেই ভেসে থাকতে পারে।

[চাকরি বাংলা অনুশীলনী]

14. ভূমধ্যসাগর ও আটলান্টিক মহাসাগরের মধ্যে কোন প্রণালীর অবস্থান?

ক) পক খ) জিব্রাল্টার গ) হরমুজ ঘ) বসফরাস

উত্তর: খ) জিব্রাল্টার

ব্যাখ্যা: জিব্রাল্টার প্রণালী ভূমধ্যসাগর ও আটলান্টিক মহাসাগরকে সংযুক্ত করেছে এবং স্পেন ও মরক্কোর মধ্যে অবস্থিত।

[প্রাইমারি সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা 2018 (1ম ধাপ – 14 জেলা)]

15. আফ্রিকা ও ইউরোপকে বিভক্তকারী প্রণালী কোনটি?

(ক) জিব্রাল্টার প্রণালী (খ) পক প্রণালী (গ) মালাক্কা প্রণালী (ঘ) দার্দানেলিস প্রণালী

উত্তর: (ক) জিব্রাল্টার প্রণালী

ব্যাখ্যা: ভূমধ্যসাগর ও আটলান্টিক মহাসাগরের সংযোগকারী জিব্রাল্টার প্রণালী স্পেন (ইউরোপ) ও মরক্কো (আফ্রিকা) মহাদেশ দুটিকে পৃথক করেছে।

[10ম বিজেএস (বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস) প্রিলিমিনারি]

16. আমেরিকাকে এশিয়া থেকে পৃথক করেছে কোন প্রণালী?

(ক) ফ্লোরিডা (খ) পক (গ) জিব্রাল্টার (ঘ) বেরিং

উত্তর: (ঘ) বেরিং

ব্যাখ্যা: বেরিং প্রণালী এশিয়া মহাদেশকে উত্তর আমেরিকা মহাদেশ থেকে পৃথক করেছে এবং বেরিং সাগরকে চুকচি সাগরের সাথে সংযুক্ত করেছে।

[11তম বিসিএস]

17. মালাক্কা প্রণালী কোন দুটি জলাশয়কে যুক্ত করেছে?

(ক) আটলান্টিক-প্রশান্ত (খ) ভারত মহাসাগর-দক্ষিণ চীন সাগর (গ) লোহিত সাগর-ভূমধ্যসাগর (ঘ) কৃষ্ণ সাগর-মারমারা সাগর

উত্তর: (খ) ভারত মহাসাগর-দক্ষিণ চীন সাগর

ব্যাখ্যা: মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রা দ্বীপের মধ্যবর্তী মালাক্কা প্রণালী ভারত মহাসাগরকে দক্ষিণ চীন সাগরের সাথে যুক্ত করেছে, এবং মধ্যপ্রাচ্য থেকে পূর্ব এশিয়াগামী তেল বাণিজ্যের অন্যতম ব্যস্ততম পথ।

[চাকরি বাংলা অনুশীলনী]

18. হরমুজ প্রণালী কোন দুই দেশের মধ্যবর্তী এবং এটি বৈশ্বিকভাবে কেন গুরুত্বপূর্ণ?

(ক) সৌদি আরব-ইরাক; সোনার খনি (খ) ইরান-ওমান; তেল পরিবহনের প্রধান পথ (গ) ইরাক-কুয়েত; গ্যাস উৎপাদন (ঘ) কাতার-বাহরাইন; মৎস্য শিকার

উত্তর: (খ) ইরান-ওমান; তেল পরিবহনের প্রধান পথ

ব্যাখ্যা: ইরান ও ওমানের মধ্যবর্তী হরমুজ প্রণালী পারস্য উপসাগরকে ওমান উপসাগরের সাথে যুক্ত করেছে। বিশ্বের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ অপরিশোধিত তেল এই প্রণালী দিয়ে পরিবাহিত হয় বলে একে বিশ্ব জ্বালানি বাণিজ্যের সবচেয়ে স্পর্শকাতর চোকপয়েন্ট হিসেবে গণ্য করা হয়।

[চাকরি বাংলা অনুশীলনী]

19. বসফরাস প্রণালী কোন শহরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত এবং কোন দুই সাগরকে যুক্ত করে?

(ক) ইস্তাম্বুল; কৃষ্ণ সাগর-মারমারা সাগর (খ) আঙ্কারা; ভূমধ্যসাগর-লোহিত সাগর (গ) কায়রো; লোহিত সাগর-আরব সাগর (ঘ) এথেন্স; এজিয়ান-আয়োনিয়ান সাগর

চাকরি বাংলা
সরকারি ও বেসরকারি চাকরির প্রস্তুতি

উত্তর: (ক) ইস্তাম্বুল; কৃষ্ণ সাগর-মারমারা সাগর

ব্যাখ্যা: তুরস্কের বৃহত্তম শহর ইস্তাম্বুলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত বসফরাস প্রণালী কৃষ্ণ সাগরকে মারমারা সাগরের সাথে যুক্ত করেছে। ইস্তাম্বুল শহরের একাংশ ইউরোপে ও অন্য অংশ এশিয়ায় অবস্থিত, ফলে এই প্রণালী তুরস্কের দুই মহাদেশীয় অংশকেও পৃথক করে।

[চাকরি বাংলা অনুশীলনী]

20. ডোভার প্রণালী কোন দুটি দেশের মধ্যে অবস্থিত?

(ক) ফ্রান্স-জার্মানি (খ) স্পেন-পর্তুগাল (গ) ইংল্যান্ড-ফ্রান্স (ঘ) নরওয়ে-সুইডেন

উত্তর: (গ) ইংল্যান্ড-ফ্রান্স

ব্যাখ্যা: ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের মধ্যবর্তী ইংলিশ চ্যানেলের সবচেয়ে সংকীর্ণ অংশ (প্রায় 33 কিলোমিটার) হলো ডোভার প্রণালী, যা ইংলিশ চ্যানেলকে উত্তর সাগরের সাথে যুক্ত করেছে।

[চাকরি বাংলা অনুশীলনী]

21. পানামা খাল কোন মহাসাগরকে যুক্ত করে?

ক) ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগর খ) আটলান্টিক ও ভারত মহাসাগর গ) প্রশান্ত মহাসাগর ও আটলান্টিক মহাসাগর ঘ) আটলান্টিক ও দক্ষিণ মহাসাগর

উত্তর: গ) প্রশান্ত মহাসাগর ও আটলান্টিক মহাসাগর

ব্যাখ্যা: পানামা খাল (দৈর্ঘ্য প্রায় 82 কিমি) মধ্য আমেরিকার পানামা প্রণালী পেরিয়ে আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরকে যুক্ত করেছে; 1914 সালে চালু হয়।

[14তম শিক্ষক নিবন্ধন (স্কুল পর্যায়)]

22. পানামা খাল কোন কোন মহাসাগরকে যুক্ত করেছে?

(ক) আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগর (খ) আটলান্টিক ও ভূমধ্যসাগর (গ) ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগর (ঘ) প্রশান্ত ও ভূমধ্যসাগর

উত্তর: (ক) আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগর

ব্যাখ্যা: পানামা খাল একটি কৃত্রিম জলপথ যা আটলান্টিক মহাসাগরকে প্রশান্ত মহাসাগরের সাথে যুক্ত করেছে। এটি উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার সংযোগস্থলে অবস্থিত।

[25তম বিসিএস]

23. বিশ্বের বৃহত্তম উষ্ণ মরুভূমি কোনটি?

(ক) গোবি (খ) আরব মরুভূমি (গ) সাহারা (ঘ) কালাহারি

উত্তর: (গ) সাহারা

ব্যাখ্যা: উত্তর আফ্রিকা জুড়ে বিস্তৃত সাহারা মরুভূমি (প্রায় 9.2 মিলিয়ন বর্গ কিমি) বিশ্বের বৃহত্তম উষ্ণ মরুভূমি। তবে বৃষ্টিপাতের সংজ্ঞা অনুযায়ী সামগ্রিকভাবে বিশ্বের বৃহত্তম মরুভূমি অ্যান্টার্কটিকা।

[চাকরি বাংলা অনুশীলনী]

24. আয়তনের বিচারে সামগ্রিকভাবে পৃথিবীর বৃহত্তম মরুভূমি আসলে কোনটি?

(ক) সাহারা (খ) গোবি (গ) অ্যান্টার্কটিকা (ঘ) আরব মরুভূমি

উত্তর: (গ) অ্যান্টার্কটিকা

ব্যাখ্যা: মরুভূমির সংজ্ঞা মূলত বৃষ্টিপাতের স্বল্পতার উপর নির্ভরশীল, তাপমাত্রার উপর নয়। অত্যন্ত কম তুষারপাত/বৃষ্টিপাতের কারণে বরফাচ্ছাদিত অ্যান্টার্কটিকা (প্রায় 14 মিলিয়ন বর্গ কিমি) সামগ্রিকভাবে বিশ্বের বৃহত্তম মরুভূমি হিসেবে গণ্য হয়, যদিও সাহারা বৃহত্তম উষ্ণ মরুভূমি।

[চাকরি বাংলা অনুশীলনী]

25. পৃথিবীর শুষ্কতম (অ-মেরু) স্থান হিসেবে কোন মরুভূমিকে গণ্য করা হয়?

(ক) থর মরুভূমি (খ) আটাকামা মরুভূমি (গ) কালাহারি মরুভূমি (ঘ) গোবি মরুভূমি

উত্তর: (খ) আটাকামা মরুভূমি

ব্যাখ্যা: দক্ষিণ আমেরিকার চিলিতে অবস্থিত আটাকামা মরুভূমিকে বিশ্বের শুষ্কতম অ-মেরু অঞ্চল হিসেবে গণ্য করা হয় — এখানকার কিছু আবহাওয়া কেন্দ্রে রেকর্ড শুরুর পর থেকে কখনোই বৃষ্টিপাত পরিমাপ করা যায়নি।

[চাকরি বাংলা অনুশীলনী]

26. দৈর্ঘ্যের বিচারে বিশ্বের প্রচলিতভাবে গৃহীত দীর্ঘতম নদী কোনটি, এবং এশিয়ার দীর্ঘতম নদী কোনটি?

(ক) আমাজন; গঙ্গা (খ) নীল নদ; ইয়াংৎসি (গ) মিসিসিপি; সিন্ধু (ঘ) ভলগা; মেকং

উত্তর: (খ) নীল নদ; ইয়াংৎসি

ব্যাখ্যা: আফ্রিকার নীল নদ (প্রায় 6,650 কিমি) দৈর্ঘ্যে বিশ্বের প্রচলিতভাবে গৃহীত দীর্ঘতম নদী, আর চীনের ইয়াংৎসি নদী (প্রায় 6,300 কিমি) এশিয়া মহাদেশের দীর্ঘতম নদী।

[চাকরি বাংলা অনুশীলনী]

27. পানির প্রবাহ/আয়তনের দিক থেকে বিশ্বের নিঃসন্দেহে বৃহত্তম নদী কোনটি?

(ক) নীল নদ (খ) আমাজন নদী (গ) ইয়াংৎসি নদী (ঘ) মিসিসিপি নদী

উত্তর: (খ) আমাজন নদী

ব্যাখ্যা: দক্ষিণ আমেরিকার আমাজন নদী বিশ্বের মোট নদীপ্রবাহিত পানির প্রায় এক-পঞ্চমাংশ একাই বহন করে, যা একে পানির প্রবাহ/আয়তনের বিচারে বিশ্বের নিঃসন্দেহে বৃহত্তম নদীতে পরিণত করেছে — যদিও দৈর্ঘ্যে প্রচলিত মত অনুযায়ী নীল নদ এগিয়ে থাকে।

[চাকরি বাংলা অনুশীলনী]

28. দক্ষিণ আমেরিকার এবং একইসাথে বিশ্বের দীর্ঘতম স্থলভাগের পর্বতমালা কোনটি?

(ক) হিমালয় (খ) রকি (গ) আন্দিজ (ঘ) আল্পস

উত্তর: (গ) আন্দিজ

ব্যাখ্যা: দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম উপকূল ঘেঁষে প্রায় 7,000 কিলোমিটার দীর্ঘ বিস্তৃত আন্দিজ পর্বতমালা বিশ্বের দীর্ঘতম স্থলভাগের (উপরিভাগের) পর্বতমালা হিসেবে গণ্য।

[চাকরি বাংলা অনুশীলনী]

29. বিশ্বের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ মাউন্ট এভারেস্ট কোন দুই দেশের সীমান্তে অবস্থিত?

(ক) ভারত-চীন (খ) নেপাল-চীন (গ) নেপাল-ভুটান (ঘ) পাকিস্তান-চীন

উত্তর: (খ) নেপাল-চীন

ব্যাখ্যা: হিমালয় পর্বতমালার সর্বোচ্চ শৃঙ্গ মাউন্ট এভারেস্ট (উচ্চতা প্রায় 8,849 মিটার) নেপাল ও চীনের (তিব্বত স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল) সীমান্তে অবস্থিত। নেপালে একে "সাগরমাথা" এবং তিব্বতে "চোমোলাংমা" নামে ডাকা

চাকরি বাংলা
সরকারি ও কোয়াকারি চাকরির প্রস্তুতি

হয়।

[চাকরি বাংলা অনুশীলনী]

30. সমুদ্রতলের সর্বোচ্চ গভীর স্থান তথা পৃথিবীর সর্বনিম্ন বিন্দু (সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে) কোনটি?

(ক) পুয়ের্তো রিকো খাত (খ) মারিয়ানা খাত (গ) জাভা খাত (ঘ) টোঙ্গা খাত

উত্তর: (খ) মারিয়ানা খাত

ব্যাখ্যা: প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত মারিয়ানা খাতের "চ্যালেঞ্জার ডিপ" অংশটি প্রায় 10,900 মিটারের বেশি গভীর, যা একে পৃথিবীর সমুদ্রতলের সর্বোচ্চ গভীর বিন্দু ও ভূপৃষ্ঠের সর্বনিম্ন স্থান হিসেবে চিহ্নিত করে।

[চাকরি বাংলা অনুশীলনী]

31. আয়তনের বিচারে বিশ্বের বৃহত্তম দ্বীপ কোনটি?

(ক) নিউগিনি (খ) মাদাগাস্কার (গ) গ্রিনল্যান্ড (ঘ) বোর্নিও

উত্তর: (গ) গ্রিনল্যান্ড

ব্যাখ্যা: উত্তর আমেরিকার উত্তর-পূর্বে অবস্থিত গ্রিনল্যান্ড (প্রায় 2.16 মিলিয়ন বর্গ কিমি) বিশ্বের বৃহত্তম দ্বীপ। রাজনৈতিকভাবে এটি ইউরোপের দেশ ডেনমার্কের একটি স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল। উল্লেখ্য, অস্ট্রেলিয়াকে দ্বীপ নয়, বরং একটি স্বতন্ত্র মহাদেশ হিসেবে গণ্য করা হয়।

[চাকরি বাংলা অনুশীলনী]

32. সলোমন দ্বীপপুঞ্জ কোন মহাসাগরে অবস্থিত?

(ক) ভারত মহাসাগর (খ) প্রশান্ত মহাসাগর (গ) আটলান্টিক মহাসাগর (ঘ) আর্কটিক মহাসাগর

উত্তর: (খ) প্রশান্ত মহাসাগর

ব্যাখ্যা: সলোমন দ্বীপপুঞ্জ ওশেনিয়া মহাদেশের মেলানেশিয়া অঞ্চলে, প্রশান্ত মহাসাগরের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত।

[37তম বিসিএস]

33. পৃথিবীর কোন দেশে খুব বেশি ভূমিকম্প অনুভূত হয়?

ক) নেপাল খ) ভারত গ) জাপান ঘ) চীন

উত্তর: গ) জাপান

ব্যাখ্যা: প্রশান্ত মহাসাগরীয় 'রিং অব ফায়ার'-এর উপর অবস্থিত জাপান বিশ্বের সবচেয়ে ভূমিকম্প-প্রবণ দেশ; বছরে প্রায় 1500টি ভূমিকম্প অনুভূত হয়।

[12তম শিক্ষক নিবন্ধন (স্কুল পর্যায়-2)]

34. সুনামির (Tsunami) কারণ হলো —

ক) অগ্ন্যুৎপাত খ) ঘূর্ণিঝড় গ) চন্দ্র ও সূর্যের আকর্ষণ ঘ) সমুদ্র তলদেশে ভূমিকম্প

উত্তর: ঘ) সমুদ্র তলদেশে ভূমিকম্প

ব্যাখ্যা: সুনামি প্রধানত সমুদ্র তলদেশে ভূমিকম্প (টেকটোনিক প্লেট বিচ্যুতি) দ্বারা সৃষ্ট বিশাল জলতরঙ্গ। 2004 সালের ভারত মহাসাগর সুনামি এর ভয়াবহ উদাহরণ।

[11তম শিক্ষক নিবন্ধন (কলেজ পর্যায়)]

উপরের 34টি প্রশ্ন লক্ষ করলে দেখা যাবে, বিশ্ব ভূগোলের প্রশ্নগুলো মূলত কয়েকটি সুনির্দিষ্ট ধরনের চারপাশে ঘোরে — কোন মহাদেশ/মহাসাগর সবচেয়ে বড়/ছোট, কোন প্রণালী/খাল কোন দুটি স্থলভাগ বা জলাশয়কে যুক্ত-বিযুক্ত করেছে, এবং কোন মরুভূমি-পর্বত-নদী-দ্বীপ কোন দিক থেকে "সেরা"। এই কাঠামোটি মাথায় গেঁথে নিতে পারলে বিশ্ব ভূগোলের প্রায় যেকোনো নতুন প্রশ্নও সহজেই সমাধান করা সম্ভব হবে — কারণ পরের অধ্যায়গুলোতে এই একই মানচিত্র বারবার বিভিন্ন প্রসঙ্গে ফিরে আসবে।

চাকরি বাংলা
সরকারি ও বেসরকারি চাকরির প্রস্তুতি